দৈনিক স্টেটসম্যান

www.dainikstatesmannews.com ৮ পৃষ্ঠা কলকাতা শিলিগুড়ি ১৩ আষাঢ় ১৪৩০ বুধবার ২৮ জুন ২০২৩ https://m.facebook.com/DainikStatesman https://mobile.twitter.com/statesmandainik ৪ টাকা



আজকের দিন

সূর্যোদয় — ৪ টা ৫৮ মিনিট

সূর্যাস্ত — ৬ টা ২৪ মিনিট

পূর্বাভাস

আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

দিনের তাপমাত্রা

আজকের সম্ভাব্য
সর্বোচ্চ ৩০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন ২৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস

গতকালের
সর্বোচ্চ ২৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন ২৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আপেক্ষিক আর্দ্রতা

সর্বোচ্চ ৯৭ শতাংশ; সর্বনিম্ন ৮৪ শতাংশ

বৃষ্টিপাত (গত ২৪ ঘণ্টায়)

১৫.৮ মিমি।

কুঁড়ি থেকে কুড়ি

আজ ২৮ জুন দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার ২০তম জন্মদিন। আগামীকাল এই উপলক্ষে অতিরিক্ত চারটি পৃষ্ঠা প্রকাশিত হবে। জন্মদিন উপলক্ষে গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, হকার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা জানাই। —স.

নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে বিএসএফকে বার্তা

মোদি আজ আছে, কাল নেই : মমতা



নিজস্ব প্রতিনিধি— পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে লাগাতার বিএসএফ -এর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কোচবিহারের পরে মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে গিয়ে ফের বিএসএফকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তিনি। নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করার বার্তা দিলেন। বিএসএফ-এর গুলিতে মৃতদের পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করে দিলেন। দিনহাটায় তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনা নিয়েও সরব হলেন। একই সঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে চা শ্রমিকদেরও মন পাওয়ার চেষ্টা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির সভা থেকে মমতা বলেন, কোচবিহারে বিএসএফ -এর গুলিকে কয়েকজন মারা গিয়েছেন। আমি মনে করি না, বিএসএফ -এর সবাই খারাপ। তবে বিএসএফ -এর নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করা উচিত। কারণ, মোদি আজ আছে কাল থাকবে না। কিন্তু বিএসএফকে আজীবন দেশকে রক্ষা করতে হবে। মমতা এদিন, আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে বলেন, আমি যদি আমার দেশকে চিনে থাকি, তাহলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের আয়ু আর মাত্র ছয় মাসের। তাপর ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে। তাই এখন থেকে লবি করতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা সফর নিয়েও এদিন কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, দেশের মাটিতে সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞ চালিয়ে এখন আমেরিকার কাছে প্রশংসা কুড়োতে মিথ্যা কথা বলাচ্ছে মুসলিমদের দিয়ে।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই কোচবিহারের দিনহাটা এক নম্বর ব্লকের বাংলাদেশ লাগোয়া গীতালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের জরিধল্লা গ্রামে গুলি করে এক তৃণমূল কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠেছে। তদন্তে নেমে পুলিশের অনুমান, বাংলাদেশের দুষ্কৃতীদের কাজে লাগিয়ে এমন ঘটনা ঘটানো যেতে পারে। বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে ঢুকেই গুলি করা হয়েছে। মঙ্গলবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে জলপাইগুড়ির চেকেন্দা ভাণ্ডারি ময়দানের জনসভা থেকে দিনহাটার হিংসার ঘটনা নিয়ে এমন দাবিই করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

দুর্যোগে মমতার কপ্টার

হিপ জয়েন্টে, হাঁটুর লিগামেন্টে চোট মমতার, এসএসকেএমে ভর্তি থাকতে নারাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জুন— ক্রান্তিতে নির্বাচনী প্রচার সেরে ফেরার পথে দুর্যোগের মুখে পড়ল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার। ঘটনায় হাঁটু ও কোমরে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোলকাতায় পৌঁছানোর পরই তাকে দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার দুপুরে জলপাইগুড়ি থেকে বাগডোগরা বিমান বন্দরের উদ্দেশে রওনা হতে হেলিকপ্টারে চাপেন তিনি। কিন্তু জলপাইগুড়ি থেকে আকাশে ওড়ার পরই দুর্যোগের মুখে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টার। বিপদ এড়াতে দ্রুত সেবক এয়ারবেসে কপ্টারের জরুরি অবতরণ করা হয়। যার জেরে অল্পের জন্য বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন বলে প্রথমে জানিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে জানা যায়, জরুরি অবতরণের জেরে হাঁটু ও কোমড়ে আঘাত লেগেছে তাঁর। এদিকে ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যের খবর নিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়িতে চলছিল ঝড় বৃষ্টি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার আগেও দু-একপশলা বৃষ্টি হয়।

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

নদিয়ায় এসে কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি

পঞ্চায়েত ভোটের পর দিল্লি অভিযান : অভিষেক

অঙ্কিতা আচার্য, নদিয়া, ২৭ জুন— মঙ্গলবার নদিয়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে এসে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একশো দিনের টাকা না ছাড়া নিয়ে সরব হলেন তিনি। তারপর সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বার্তাও দেন তিনি। এমনকী পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর গ্রামবাংলার মানুষকে নিয়ে নয়াদিল্লি অভিযান করার সূচিও জানিয়ে দিলেন। আর এভাবেই দিল্লির বুক থেকে টাকা ছিনিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন সাংসদ অভিষেক।

নয়াদিল্লি অভিযানের আগে মানুষের কাছ থেকে সম্মতি আদায়ও করে নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'একশো দিনের কাজের টাকা আদায় করতে কোন পথে হাঁটা উচিত? প্রথমে ভালভাবে বলব বাংলার টাকা ছেড়ে দিন। দ্বিতীয় পথ হল পা ধরা। আর তৃতীয় পথ হল, দিল্লি চলো অভিযান। আপনারা বলুন কোন পথে হাঁটব? পায়ে ধরো না দিল্লি চলো। ভালভাবে বলা হয়ে গিয়েছে। অনেকবার ভালভাবে বলেছি। কিন্তু লাভ হয়নি। তাই আপনাদের কাছে আজ জানতে চাইছি, কোন পথে আমরা হাঁটব?' সমস্বরে চিৎকার করে মানুষ জবাব দিলেন, 'দিল্লি চলো অভিযান'। প্রত্যুত্তরে অভিষেক বললেন, 'তাই হবে। তবে তার জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্ত করতে হবে।'

তাহলে কবে দিল্লি চলো অভিযান হবে? মানুষের এই প্রশ্নের উত্তর জানতে যে কৌতূহল হচ্ছে সেটা বুঝতে পারেন অভিষেক। তাই তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পরই দিল্লি চলো অভিযান হবে। আর সেখান থেকে টাকা ছিনিয়ে আনার দায়িত্ব আমার। আপনাদের নিয়ে যাওয়া, আন্দোলনে বসা এবং টাকা পাইয়ে দেওয়া আমার কাজ। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্ত করলেই সেটা সম্ভব। আর তখন দেখবেন পদ্মফুল থাকবে গোয়ালঘরে, তৃণমূল থাকবে মানুষের ঘরে ঘরে। মাথা উঁচু করে লড়াই করুন। আমি ছিলাম, আছি, থাকব।'

এরপর তিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। তাঁর কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী মোদিজি আপনাকে করজোড়ে বলছি বাংলার টাকাটা ছেড়ে দিন। আমি আপনার থেকে অনেক ছোট। কিন্তু অপনি যদি মনে করে থাকেন তৃণমূল কংগ্রেস আপনার কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে তাহলে শুনে রাখুন, আপনার থেকে আমার জেদ অনেক বেশি। দু'মাসে প্রমাণ হয়ে যাবে কার জেদ বেশি। দিল্লি থেকে আমি টাকা ছিনিয়ে আনবই। দিল্লির বহিরাগতদের কাছে মাথা নীচু করব না। এই রাজ্যে তিনটি দল আছে। তিনটিই আপদ বিপদ। আর তৃণমূল নিরাপদ। দিল্লি চলোর লড়াই এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ২০১৯ সালে নির্বাচনে জিতে বিজেপি একশো দিনের টাকা বন্ধ করেছে। এবার যদি কোনও পঞ্চায়েতে যেতে তাহলে পরিষেবা পাবেন না।'

পঞ্চায়েতের মুখে ফের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতিয়ার এনআরসি। নাগরিকত্ব ইস্যুতে এদিন সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, 'কেন্দ্র ১৯৭২ সালের আগের কাগজ দেখাতে বলছে। আগে প্রধানমন্ত্রী নিজে কাগজ দেখান। তারপর সাধারণ মানুষ দেবে। অসমে ১১ লাখ বাঙালির নাম বাদ দিয়েছে। ভোটার কার্ড থাকা ভোটারদের ভোটে জিতে তাদেরই অবৈধ বলছেন প্রধানমন্ত্রী-শাহ। যে মানুষের ভোটে জিতে সিংহাসনে তাদেরই অবৈধ বলছে। সেদিকে দেখতে গেল অবৈধ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন ওঁরা। মোদি শাহের তাহলে পদত্যাগ করা উচিত।'

এই প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়া প্রসঙ্গও টেনে আনেন। বলেন, 'এদেশে মতুয়াদের যতটা অধিকার, ততটাই আমার আপনার। গতবারে এনআরসি-এর জুজু দেখিয়ে ভোট কেড়েছে এবার মুখ থুবড়ে পড়বে।' এখানেই শেষ নয় ঠাকুরনগরের গণ্ডগোলের ঘটনার উল্লেখ করে বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দাবিতেই সায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

দিল্লি, ২৭ জুন— অবশেষে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দাবিতেই সায় দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে এই দাবি মেনে নিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত যে ৩১৫ কোম্পানি বাহিনী অনুমোদন করেছিল দিল্লি, তা শিগগির জেলায় জেলায় পাঠানো হবে। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এই ৩১৫ কোম্পানি বাহিনীর মধ্যে কোথায় কত মোতায়েন করা হবে তা কমিশন স্থির করে বাহিনীর কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ২৬ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। তারপর বাঁকুড়ায় লাগবে ২৪ কোম্পানি ফোর্স। এইভাবে ২২টি জেলা ধরে ধরে কত বাহিনী আপাতত মোতায়েন করতে হবে তা জানিয়ে দেয় রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কিন্তু বিএসএফ-সিআরপিএফের কর্তারা বলেছিলেন, এভাবে মোতায়েনের তালিকা ধরালে চলবে না। যেহেতু কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরি রয়েছে, অর্থাৎ বিএসএফ, সিআরপিএফ, আইটিবিপি-র মতো পৃথক ফোর্স রয়েছে, তাই সেই সব ফোর্স ধরে ধরে ডিপ্লয়মেন্ট লিস্ট দিতে হবে। মানে মুর্শিদাবাদে ২৬ কোম্পানির মধ্যে বিএসএফ কত, সিআরপিএফ কত তা স্পষ্ট করতে হবে। কিন্তু কমিশন জানিয়ে দিয়েছিল, তা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাজ নয়। তা করতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। হাইকোর্ট কমিশনকে শুধু ফোর্স মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে। তবে হাইকোর্টের নির্দেশমতো আরও ৪৮৫ কোম্পানি বাহিনী দেওয়ার কথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। এ ব্যাপারে দু'দফায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি পাঠিয়ে রেখেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কিন্তু তার জবাব এখনও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেয়নি। এর আগে কেন্দ্রের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছিলেন যে পঞ্চায়েত ভোট কয়েক দফায় ভেঙে দিলে অতিরিক্ত বাহিনী আর মোতায়েন করতে হবে না।

উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতীর পাশে থাকার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি – চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় চারজন স্থান করে নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফল করেছে কামাখ্যাগুড়ি গার্লস স্কুল। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলার প্রচারে গিয়ে বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তরবঙ্গ থেকে সাফল্য অর্জনকারীদের কথা তুলে ধরলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই মমতা আশ্বাস দেন, পড়াশুনোর ক্ষেত্রে কারও কোনও অসুবিধে হলে 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' কর্মসূচির সুযোগ গ্রহণ করুন।

উল্লেখ্য, কামাখ্যাগুড়ি গার্লস স্কুল থেকে পিয়ালী দাস ও সহেলি আহমেদ মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। পিয়ালী ৪৯৪ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থানে এবং সহেলি ৪৯১ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে পিয়ালীর নাম করেন। তিনি বলেন, কামাখ্যাগুড়ির মেয়ে তৃতীয় হয়েছে। যদি তার পড়াশুনোর কোনও অসুবিধে হয়, আমি সবটা দেখে নেব। এইভাবে উত্তরবঙ্গের কৃতী উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণের পাশে থাকার বার্তা দিলেন মমতা। সেইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকারের পদক্ষেপগুলির কথাও তুলে ধরেন।

এদিন বক্তৃতার মধ্যে মমতা জানান, উত্তরবঙ্গ জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হচ্ছে। রাজবংশী ভাষায় এখন পড়াশুনো করানো হচ্ছে এখানে। ভবিষ্যতে সান্ত্রি এবং অন্যান্য ভাষাও যাতে পড়াশুনোর মাধ্যম হতে পারে, সেই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করেছে তৃণমূল সরকারের।

হৃদরোগে মৃত্যু 'কালীঘাটের কাকু'র স্ত্রী বাণী ভদ্রের, জামিনের আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি— হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের স্ত্রী বাণী ভদ্রের। সোমবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। দীর্ঘ দিন ধরেই একাধিক শারীরিক ব্যাধিতে ভুগছিলেন তিনি। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র গ্রেফতার হওয়ার আগে তাঁর হাঁটু প্রতিস্থাপন হয়।

স্ত্রী বাণী ভদ্রের প্রয়াণের পর জামিনের আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার আদালতের দ্বারস্থ হন সুজয়। কিন্তু আদালতে জামিন পাননি 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। বিচারপতি জানান, জেল কোড অনুযায়ী তিনি শশ্মান যাত্রায় যেতে পারেন। তবে সাময়িকভাবে কয়েকদিনের জন্য মুক্তি দেওয়া যাবে কি না তা শুক্রবার বিবেচনা করবে আদালত।

মঙ্গলবার শুনানিতে সুজয়ের আইনজীবী ১৫ দিনের জন্য জামিন চান। আইনজীবী বলেন, ওঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন।" এ কথা শুনে বিচারপতি বলেন, "সেটা পরে বিবেচনা করব। জেল যদি প্যারোল দেয় আমার আপত্তি নেই।"

ইডির আইনজীবী বলেন, "এসকর্ট ছাড়া প্যারোল দিলে তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকছে।" বিচারপতি বলেন, "কোর্ট কোনও প্যারোল দিচ্ছে না। জেল যদি প্যারোল দেয় সেক্ষেত্রে এসকর্ট যাতে দেওয়া হয় সেই নির্দেশ দেওয়া হবে। শ্মশান যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য জেল কোড অনুযায়ী আজ (মঙ্গলবার) ছাড়তে পারে।"

বিচারাধীন বন্দিদের বিশেষ কারণে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে জেলে ভাল আচরণের জন্য বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়। তবে প্যারোলে মুক্তির মেয়াদ কয়েক ঘণ্টা হতে পারে, আবার কয়েক দিনের জন্যও হতে পারে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। ২৮ জুন অবধি তাঁর জেল হেফাজত হয়েছে। আপাতত প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে রয়েছেন তিনি। এরই মধ্যে মঙ্গলবার নিউ আলিপুরের বাড়িতে মৃত্যু হয় বাণী ভদ্রের। দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক শারীরিক সমস্যা ছিল তাঁর। স্ত্রীয়ের দেখাশোনা করতেন সুজয় ভদ্র নিজেই। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় স্বামী সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র জেল হেফাজতে থাকায় বীণা ভদ্রের দেখাশুনার দায়িত্ব ছিল তাঁর মেয়ের হাতে। দীর্ঘ রোগভোগে একপ্রকার অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের প্রায় বয়স ৫৭ বছর। স্ত্রীরও বয়সও কাছাকাছি। এই বয়সে স্বামীর এমন টানাপোড়েনে মানসিককভাবে ভেঙে পড়ছিলেন বাণীদেবী। বাণী ভদ্র এক সংবাদমাধমে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, কোনও দুর্নীতিতে উনি যুক্ত নন। এটা হতেই পারে না। এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে গত ৩০ মে প্রায় ১২ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর 'কালীঘাটের কাকু'কে গ্রেফতার করে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কুন্তল ঘোষের সঙ্গে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন সুজয়। মানিক ভট্টাচার্যের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তদন্তকারী আধিকারিকদের আরও দাবি, কুন্তল জানিয়েছেন, পার্থর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে তাঁর কাছ থেকে প্রথমে ৭০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন সুজয়। সুজয়ের কথাতেই তিনি পার্থকে আরও ১০ লক্ষ টাকা দেন।

ইডির তদন্তে আরও জানা যায়, হাওয়ালার মাধ্যমে প্রায় ১১ কোটি টাকা নিজের বিভিন্ন সংস্থার অ্যাকাউন্টে জমা করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, হাওয়ালার কোটি টাকার বিনিময়ে প্রচুর জমি, সম্পত্তি কিনেছেন তিনি। তাঁর নামে ১০০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিশ মিলেছে বলেও দাবি তদন্তকারীদের।

তদন্তকারীরা আরও দাবি করেন, টাকার বিনিময়ে বহু প্রার্থীকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন কালীঘাটের কাকু। সেই প্রার্থীদের টেটের অ্যাডমিট কার্ড, রেজাল্ট পাঠিয়েছিলেন মানিককে। কিন্তু সেই তথ্য অস্বীকার করেছেন সুজয় ভদ্র।

নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত চলাকালীন সুজয়ের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছিলেন, 'কাকু'র স্ত্রী অসুস্থ। স্ত্রীর দেখাশোনা করেন সুজয়। যদিও সুজয়ের জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। ফলে শেষ দিনগুলিতে স্ত্রীয়ের সঙ্গে দেখাও হয়নি তাঁর। একাকী বিদায় নিলেন সুজয় ভদ্রের স্ত্রী বাণী ভদ্র।

ডোমকলে অভিষেকের রোড শো'তে জনপ্লাবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২৭ জুন— পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে মঙ্গলবার বিকালে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে রোড শো করেন তৃণমূল কংগ্রেসের 'সেকেন্ড ইন কম্যান্ড' সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই রোড শো'তে শামিল হলেন হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক। এদিন ডোমকল এবং পার্শ্ববতী রানিনগর ১ ও ২ ব্লক থেকেও কর্মী-সমর্থকরা রোড শো'তে শামিল হন। প্রবল বৃষ্টিতেও মানুষের উপস্থিতি তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং প্রার্থীদের উজ্জীবিত করে তোলে। এদিন হেলিকপ্টারে করে ডোমকলে আসেন অভিষেক। হেলিপ্যাডে তাঁকে স্বাগত জানান তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী শাঁওনি সিংহ রায়, সাংগঠনিক চেয়ারম্যান বিধায়ক অপূর্ব সরকার,



ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম প্রমুখ। হেলিপ্যাড থেকে সোজা রোড শো'তে যোগ দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হুডখোলা গাড়িতে তিনি দাঁড়িয়ে। আর সেই গাড়ির সামনে-পিছনে, দু'পাশে হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক। তাঁদের উদ্দেশ্যে কখনও হাত নেড়ে, কখনও নমস্কার জানিয়ে অভিবাদন জানাতে থাকেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ইতিমধ্যে নামে মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টিতে হাসপাতাল মোড় থেকে কুঠির মোড়ের দিকে এগোতে থাকে অভিষেকের গাড়ি। ভিজতে থাকেন অভিষেক। তাঁর সঙ্গে ভেজেন দলের নেতা নেতা-কর্মী-সমর্থকরা। এভাবেই কয়েক কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে চলে রোড শো। হেলিকপ্টারে চেপে অভিষেক যখন কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন, তখনও অঝোর ধারায় পড়ছে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে হেলিপ্যাডে দাঁড়িয়ে ভিজতে-ভিজতেই নেতার উদ্দেশে হাত নাড়তে দেখা যায় শাঁওনি সিংহ রায়, অপূর্ব সরকার, জাখিকুল ইসলামদের। বৃষ্টি ভিজতে ভিজতেই শাঁওনিদেবী বলেন, 'শুধুমাত্র বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই এদিন প্রায় ৫০ হাজার মানুষ রোড শোতে শামিল হয়েছিলেন। প্রবল বেগে বৃষ্টি না হলে, এই সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে যেত।'

দৈনিক স্টেটসম্যান

KOLKATA
Statesman House,
4, Chowringhee Square
Kolkata-700 001
Apurba Chakravarty,
M : 9830045650,
Uttar Sarathi Guha Mojumder,
M : 9831528760
For Advertisement :
statesmandisplay@gmail.com
thestatesmanclassified@gmail.com
delhistatesman@gmail.com
For Editorial :
journo71@gmail.com

DELHI
Statesman House,
148, Barakhamba Road,
New Delhi-110 001
Tel: (011) 2331 5911,
43043793
delhistatesman@gmail.com
Hiten Rathore
hiten.statesman@gmail.com
Mob: 9212192123

BHUBANESWAR
Plot 3A, Zone B, Sector A,
Mancheswar Industrial
Estate, Bhubaneswar-
751010.
M-09438838880
statesmanbbsr@gmail.com
Delhistatesman@gmailcom

SILIGURI
Spencer Plaza
18/19, 1st Floor,
Burdwan Road
Above Vishal Mega Mart
Siliguri-734005, West Bengal
Ph.: 9832082429
sil_statesman@yahoo.co.in
delhistatesman@gmailcom

HYDERABAD
The Statesman Limited
2nd Floor, UNI Building,
A.C. Guards, Hyderabad-
500004,
Mob:
9866323009,9212192123
Email:
delhistatesman@gmail.com
hyderabad@thestatesmangroup.com

BANGALORE
No. 68, First Floor, Gold
Tower
50 Residency Road
Bangalore-560025.
Tel.; 080-9212192123
Email:
delhistatesman@gmail.com
bangalore@thestatesmangroup.com

MUMBAI
5, Kasturi Buildings,
Jamshedji Tata Road,
Mumbai-400 020
M-9212192123, Tel : (022)
35775450
Email:
delhistatesman@gmail.com
mumbai@thestatesmangroup.com

LUCKNOW
2/2, Butler Palace
Near Jopling Road)
Lucknow-226 001,
M-9212192123
Email:
delhistatesman@gmail.com

RANCHI
Mobile : 9212192123
Email:
delhistatesman@gmailcom
ranchi@thestatesmangroup.com

AIR-SURCHARGE; Kathmandu - Re. 2, Eastern Region - Re. 1
All other stations in India - Re. 1

শহর ও জেলার অন্দরে

মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের জনসভায় মহিলাদের ভিড় উপচে পড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২৭ জুন— মুর্শিদাবাদে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, প্রচারের মাত্রা বেড়েই চলেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের। দলের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার নওদা, ভরতপুর ১, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা ২, ডোমকল ইত্যাদি ব্লকে পরপর কয়েকটি জনসভা করল ঘাসফুল শিবির। প্রতিটি সভাতেই মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে বাড়ির মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। এমনকি প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মানুষের এই উপস্থিতি নির্বাচনের আগে অনেকটাই স্বস্তি দিচ্ছে শাসক দলকে। আর মাঠভর্তি মানুষের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস-সিপিএম-বিজিপি'কে একযোগে তুলোধনা করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী শাঁওনি সিংহ রায় থেকে রাজ্য সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান বিধায়ক মোশারফ হোসেন, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম থেকে বিধায়ক ইদ্রিশ আলি, জাফিকুল ইসলাম প্রমুখ।



ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের তেঁতুলিয়া এবং প্রসাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দু'টি জনসভা হয়। দু'টি সভাতেই মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ির মহিলারা সামিল হয়েছিলেন এই দুই জনসভায়। একই দৃশ্য দেখা যায় নওদা ব্লকের পাটিকাবাড়ি, ভরতপুর ১ ব্লকের আলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অথবা ভগবানগোলা ২ ব্লকের আমডহরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি হাজার হাজার সাধারণ মানুষও সামিল হচ্ছেন সভাগুলিতে। এমনটাই জানা যায় তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে। আর ভিড়ে ঠাসা এই সভাগুলিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কমযজ্ঞের কথা তুলে ধরার সঙ্গে বিজেপি'র মেরুকরণের রাজনীতির কথাও তুলে ধরছেন বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী শাঁওনি সিং রায়। কংগ্রেস-সিপিএমের নির্বাচনী জোটকে ঘোঁট বলে কটাক্ষের সঙ্গে সিপিএমের ৩৪ বছরের রাজত্বকালে কত সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছিলেন, সেই তথ্য মানুষের কাছে তুলে ধরে নীতি ও আদর্শহীন এই দুই দলকে প্রত্যাখ্যান করার ডাকও দিচ্ছেন তিনি। আর শাঁওনিদেবীর প্রতিটি বক্তব্যের পরে মানুষের প্রবল হাততালি বুঝিয়ে দিচ্ছে, তাঁরা সভানেত্রীর কতা বিশ্বাস এবং সমর্থন করছেন।

সওকত মোল্লাকে গো ব্যাক জানিয়ে ভাঙড়ে জমি কমিটির মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২৭ জুন— সোমবার বিকেলে ভাঙড় দু নং ব্লকের পোলের হাট দু নং অঞ্চলের শ্যামনগর বাজারে শওকত মোল্লার উদ্দেশ্যে গো ব্যাক ধ্বনি দিয়ে, ভাঙড়ের জমি জীবিকা বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ রক্ষা কমিটির সদস্যরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করল। এ বিষয়ে জমি কমিটির সক্রিয় সদস্য ভাঙড়ের ভূমিপুত্র মির্জাহাসান সোমবার সন্ধ্যায় দৈনিক স্টেটসম্যানকে জানান, এবারের আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট উপলক্ষ্যে ভাঙড় যেভাবে রক্তাক্ত হয়ে উঠল গুলি বোমা মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তা রাজ্যের মানুষ দেখেছে। এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা ক্যানিং পূর্ব এর বিধায়ক শওকত মোল্লা সোমবার ভাঙড়ের শ্যামনগরে আসছে জেনে আমরা প্রতিবাদ মিছিল করি। কারণ, উনি আসা মানেই আবার অশান্তি হতে পারে। যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনী ভাঙড়ে এসেছে। ওরা তো সর্বত্র সব সময়ে টহল দিচ্ছে না। তিন জন মানুষের মৃত্যু। চাপা উত্তেজনা তো আছেই। গন্ডগোল আটকাতেই পথে নামা। জানা গেল, জমি কমিটির মিছিল শান্তিতে হয়েছে। খবর লেখা পর্যন্ত শওকত মোল্লা ভাঙড়ে আসেননি। মির্জাহাসান এর কথায়, মিছিলের পাশে পুলিশ ছিল। পুলিশের অনুরোধেই জমি কমিটির সদস্যরা মিছিল সংক্ষিপ্ত করেছে। জমি কমিটি চায় ভাঙড়ে শান্তি। ভোট হোক নির্বিঘ্নে। প্রশাসন থাকুক নিরপেক্ষ।

মিসেস এশিয়া ইন্ডিয়া ২০২৩-এর অভ্যর্থনায় রিচা শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি— সম্প্রতি কলকাতার বারীশ সাউথ সিটি মলে অভ্যর্থনা জানান হল মিসেস এশিয়া ইন্ডিয়া ২০২৩ সংগীত রায়চৌধুরীকে। বর্ণময় সন্ধ্যায় সংগীতা রায়চৌধুরীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের খ্যাতনামা নায়িকা রিচা শর্মা। সম্প্রতি লন্ডনে আয়োজিত মিসেস এশিয়া ২০২৩ প্রতিযোগিতার ৫টি পর্বে নিজের অনবদ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সংগীত রায়চৌধুরীর মাথায় জিতের মুকুটটি ওঠে।

গুণ ও রূপের মিশেল সংগীতা রায়চৌধুরীর শুধু ভারত নয় গোটা বিশ্বের মহিলাদের কাছে উদাহরণ।

মিসেস রায়চৌধুরী তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব এবং প্রতিযোগিতা শিল্পে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

সঙ্গীতা রায়চৌধুরী, সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা এবং কমনীয়তার প্রতীক হিসেবে অন্যান্য অসংখ্য প্রতিভাবান অংশগ্রহণকারীদের ছাড়িয়ে গেছেন। এই বিজয়ের পথে রয়েছে তার অধ্যবসায়, স্থিতিস্থাপকতা এবং ক্রমাগত আত্ম-উন্নতির পথে হেঁটে যাওয়া। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন কর্পোরেট জগতে বিভিন্ন পদে কাজ করার পর, তিনি বিক্রয়, বিপণন এবং ব্যবস্থাপনার ভূমিকায় প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে রয়েছে বেঙ্গালুরুর লীলা প্যালেস হোটেলের মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে কাজ করা এবং সিআরআইএসইএল (স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস কোম্পানি), ডান অ্যান্ড ব্র্যাডস্টিড এবং অ্যামিকর্প গ্রুপের মতো সম্মানিত প্রতিষ্ঠানে পদে থাকা। তার সফল কর্মজীবনের বাইরে, সঙ্গীতা সক্রিয়ভাবে জনহিতকর কাজকর্মেও জড়িত।

দিনপঞ্জিকা

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা

১৩ আষাঢ় ১৪৩০, ২৮ জুন, বুধবার ২০২৩। তিথি— (জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষ) দশমী দং ৫৫/৫২ রাত্রি ঘ. ৩/১৯। নক্ষত্র—চিত্রা দং ২৭/৩৬ অপঃ ঘ. ৪/১। অমৃতযোগ–দিবা ঘ. ৯/৩০ গতে ১২/৪৫ মধ্যে রাত্রি ঘ. ৮/০ গতে ১০/২১ মধ্যে পুনঃ ১১/৫৫ গতে ১/৩০ মধ্যে পুনঃ ২/১৮ গতে ৩/৫২ মধ্যে। **বারবেলা**— ঘ. ৬/৪৩ গতে ৮/২২ মধ্যে পুনঃ ৩/১ গতে ৪/৪১ মধ্যে।

মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা

১২ আষাঢ় ১৪৩০, ২৮ জুন, বুধবার ২০২৩। তিথি—দশমী রাত্রি ১১/৩। নক্ষত্র—চিত্রা দিবা ১২/৩৭। অমৃতযোগ— দিবা ৯/২৯ গতে ১২/৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭/৫৪ গতে ১০/১৮ মধ্যে ও ১১/৫৩ গতে ও ১/২৯ মধ্যে ও ২/১৭ গতে ৩/৫৩ মধ্যে। **কালবেলা**— ৭/০ মধ্যে ১২/৫৮ গতে ২/২৮ মধ্যে ও ৩/৫৭ গতে ৫/২৭ মধ্যে।

ইসলামি পঞ্জিকা

১২ আষাঢ় ১৪৩০, ২৮ জুন, বুধবার ২০২৩। সূর্যোদয় ৪/৫৮ সূর্যাস্ত ৬/২৪। **তিথি—দশমী রাত্রি ১১/৩। নক্ষত্র—চিত্রা দিবা ১২/৩৭।** সেহরী শেষ/ফজর শুরু ৩/২১ ফজর শেষ ৪/৫৩ জোহর ১১/৩৯ আসর ৪/১৮ ইফতার/মাগরিব ৬/২৯ এশা ৭/৫১।

আমই সেখানে ১৭ প্রজাতির, বাড়ির ছাদে সবুজ নিয়ে যেন অন্যরকম আল্পনায় আল্পনা দাস!

বাপি ঘোষ, শিলিগুড়ি, ২৭ জুন— গাছেরা অসুস্থ হলে এই গৃহবধূ কষ্ট পান। দিনে দুবার গাছেদের সঙ্গে দেখা না হলে তিনি কষ্ট পান।

গাছেদের মধ্যে আম সেখানে মহারাজার স্থানে। এখনতো বাজারে আমের ছড়াছড়ি। কিন্তু এই ছাদে ১৭ প্রজাতির আম গাছের ফলন হচ্ছে স্রেফ টবের মধ্যে। আম, কাঠাল, কামরাঙা, বেদানা, আপেল, মোসাম্বি, কলা, কুল, সবেদা, কমলালেবু, জামরুল সহ আরও বহু ফল গাছেদের কাছে তিনি যেন এক গাছ-মা। নাম তাঁর আল্পনা। আল্পনা দাস। কিন্তু বাড়ির ছাদে বহু রকমের গাছ দিয়ে তিনি যেন সবুজের এক অন্যরকম আল্পনা দিয়েছেন।

একটা সময় এই কুড়ি পঁচিশ বছর আগেও শিলিগুড়ি শহরে প্রায় সব বাড়িতেই ছিলো আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, কুল, কলার মতো গাছ। সবার বাড়িতে গাছ থাকায় তখন পরিবেশ ছিলো সতেজ। আজকের দিনের মতো এত রোগ ব্যাধি ছিলো না। কিন্তু সবুজ ধ্বংস করে কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি থাকায় শহর থেকে হারিয়ে গিয়েছে সেই সব গাছে। সবুজবিহীন শহরে আর তেমন দেখা যায় না পাখিদের মেলা। গরমে হাসফাঁস করছে মানুষ। ঘরে ঘরে বেড়েছে রোগব্যাধি। কিন্তু এরমধ্যেও এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা ব্যতিক্রমী কিছু কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের কাজে যেন প্রান জেগে ওঠে নতুন উদ্দীপনায়। এমন-ই একজন ব্যতিক্রমী মানুষ হলেন শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া নিবাসী আল্পনা দাস। বিবেকানন্দ হাইস্কুলের পাশে এই গৃহবধূর বাড়ি। কিন্তু সদিচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। বাড়ির ছাদকেও যে সুন্দর এক জঙ্গলে পরিনত করা যায় তার আদর্শ উদাহরণ তৈরি করেছেন আল্পনাদেবী। স্বামী পুত্র সংসার সামলে তিনি এক গুচ্ছ গাছকে নিজের সন্তান হিসাবে লালনপালন করে চলেছেন। আম জাম কাঁঠাল থেকে সবেদা, ড্রাগন ফল, বেদানা, কমলালেবু সহ কি নেই সেই তালিকায়। সকাল বিকাল মিলিয়ে তিন চার ঘন্টা সময় চলে যায় তাঁর এই গাছেদের পিছনে। আর পাখির কিচিরমিচিরতো লেগেই রয়েছে। ফল খেতে দুবেলাই নানান পাখি সেখানে আসছে। আর ব্যতিক্রমী এবং উল্লেখ করার মতো তথ্য হলো গাছেদের জলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জৈব সারও খেতে দিচ্ছেন। টবের মধ্যে নিয়মিত তিনি জৈব সার দেন গাছেদের। আর সেই জৈব সার তিনি নিজেই তৈরি করেন। ফেলে দেওয়া বিভিন্ন সব্জির খোসা, ডিমের খোসা দিয়ে আল্পনাদেবী নিজে হাতেই গাছেদের খাবার জৈব সার তৈরি করেন। আর যত ফল হয়, কোনোটাই বিক্রি করেন না। নিজেরা এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে এমনিই বিলি করে দেন সব ফল। উত্তরবঙ্গ পুষ্প প্রদর্শনী থেকেও পুরস্কার জিতে আনছেন তিনি।

কুড়মি আন্দোলনে গ্রেফতার রাজেশ মাহাতো সহ মোট এগারো জনের জামিন মঞ্জুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২৭ জুন— জঙ্গলমহলে কুড়মি আন্দোলনের মুখ রাজেশ মাহাতো সহ মোট এগারো জনের একটি মামলায় জামিন মঞ্জুর করল আদালত। গত ২৬ মে গড় শালবনিতে সাংসদ, তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে থাকা মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার গাড়িতে হামলরা ঘটনায় এসটিএসসি মামলায় জামিন পান রাজেশ মাহাতো সহ মোট এগারো জন। অন্য আরো চারটি মামলা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। সেই মামলা গুলিতে বিচার চলছে। আগামী ত্রিশ জুন তাদের আবার আদালতে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য ২৬ মে তৃণমূল সাংসদ নবজেয়ার কর্মসুচিতে ঝাড়গ্রাম জেলায় এসেছিলেন। বেলপাহাড়ি, পড়িহাটি, দহিজুড়ি, ঝাড়গ্রাম হয়ে তিনি গজাশিমূল টেন্টে যাচ্ছিলেন ওই দিন। তার আগে দুপুর থেকে কুড়মি সংগঠনের ঘাঘর ঘেরা কমিটি গড়শালবনিতে অবস্থান চালাচ্ছিল। সিআরআই রিপোর্টের কমেন্টেস এন্ড জাস্টিফিকেশন পাঠানোর দাবিতে তাদের ওই কর্মসুচি ছিল। সন্ধ্যের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কনভয়ের পিছনে থাকা মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার গাড়িতে হামলা চালানো হয়। মন্ত্রীর গাড়ির কাঁচ ইট, পাটকেল মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হয়। মন্ত্রীর গাড়ির চালক আহত হন। ওই ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন কুড়মি সমাজ (পশ্চিম বঙ্গ) এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক রাজেশ মাহাতো সহ বেশ কয়েক জন কুড়মি নেতৃত্ব। ওই ঘটনায় রাজেশ মাহাতো সহ মোট এগারো জনের বিরুদ্ধে এসটি এসসি অ্যাক্টে মামলা রুজু হয়। ওই ঘটনার পরে রাজেশ সহ পর্যায়ক্রমে মোট এগারো জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে ওই মামলাটি ছাড়াও জামবনি থানা এলাকায় দুটি, খড়্গাপুর গ্রামীন থানা এলাকা সহ মোট চারটি আরো মামলা রয়েছে। এদিন ঝাড়গ্রাম আদালতে রাজেশ বাবু সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন বিচার ব্যবস্থার উপর আমাদের আস্থা আছে। দ্রুত ন্যায় বিচার চাইছি।

সরকারি আইনজীবী প্রশান্ত রায় বলেন এসটি এসসি অ্যাক্ট এর মামলায় জামিন হয়েছে। ৩০ জুন পুনরায় আদালতে তোলা হবে।

ডেঙ্গু সচেতনতার প্রচারে ছয়টি ই-রিকশা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ২৭ জুন— বর্ষা শুরু হয়েছে। আর এখন ঠান্ডা গরমে ভাইরাল ফিভার শুরু হয়েছে। এরমধ্যেই আবার ডেঙ্গু সচেতনতার কাজ শুরু হয়েছে। এখন থেকেই সচেতন না হলে গত বছরের মতো ডেঙ্গু মারাত্মক আকার নিতে পারে। ডেঙ্গু নিয়ে প্রচার বাড়াতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন মেয়র গৌতম দেব। সোমবার থেকে শিলিগুড়িতে পুরসভার তরফে ই রিকশা নামানো হয়েছে ছয়টি। তার সঙ্গে ৪০টি আবর্জনা পৃথকীকরণ ভ্যান কাজে নেমেছে। ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতার প্রচার বাড়াতে সোমবার সবুজ পতাকা দেখিয়ে ওইসব কর্মসূচির সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পরিষদ সদস্য মানিক দে, পুর কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া সহ অন্যান্যরা।

২৮ জুনের মধ্যে কমিশনকে ভাঙড়ের আইএসএফ প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি— সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে উঠে ভাঙ্গড়ে মনোনয়ন বিষয়ক মামলা। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের ৮২ জন আইএসএফ প্রার্থীর মনোনয়ন নিয়ে বিভিন্ন দাবি উঠে। গত ১৫ জুন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর তারা স্ক্রুটিনিতে 'পাশ' করে যান। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকায় তাদের নাম নেই, এই দাবি তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

এর প্রেক্ষিতে এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়েছেন, 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করতে পারে না কেউ। ৮২ জন আইএসএফ প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিল করার সুযোগ দিতে হবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। আগামী ২৮ জুনের এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে কমিশনকে'। এদিকে ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকে যারা যারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন তাঁদের বক্তব্য শুনতে চেয়েছে আদালত। আগেই হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি রাজশেখর মান্থারের নির্দেশ ছিল, 'যে সকল প্রার্থী অশান্তির আবহে মনোনয়ন জমা দিতে পারছেন না, তাঁদের এসকর্ট করে মনোনয়ন জমা করাবে পুলিশ। ওই প্রার্থীদের পুলিশি নিরাপত্তা দিতে হবে। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের ৮২ জন আইএসএফ প্রার্থী সেইভাবেই মনোনয়ন জমা দেন'। তবে এই সংক্রান্ত মামলার গ্রহণ যোগ্যতা নেই বলে আগেই আদালতে দাবি করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকার। যদিও হাইকোর্টে আইএসএফ প্রার্থীদের আইনজীবী দাবি করেন, 'গত ২০ জুন থেকে আইএসএফ প্রার্থীরা দেখতে পান কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে তাঁদের নাম উধাও। ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের মনোনয়ন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে'।

আদালতে আবার তৃণমূলের দাবি, 'তাঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে'। এদিন আইএসএফের মামলায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে বড় নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আদালত এদিন স্পষ্ট বলেছে, 'আইএসএফের যে ৮২ জন মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি, তাঁদের মনোনয়ন দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে'। এ ব্যাপারে আগামী ২৮ জুনের মধ্যে কমিশনকে যা করার করতে বলেছেন বিচারপতি সিনহা। এখন দেখার রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই নির্দেশ কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যায় কিনা?

কেশপুর ব্লকের সাহসপুরে নির্বাচনী জনসভা করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ জুন— সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরে একাধিক কর্মসূচি পালন করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তিনি সোমবার প্রথমে কেশপুর বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক কার্যালয়ে গিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে দলীয় নেতৃত্বদের সাথে কথা বলেন। কেশপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে রাজ্যের পরিমাণ মন্ত্রী স্নেহাসিশ চক্রবর্তী সহ উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ হুতাইত, কেশপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা জেলা পরিষদের প্রার্থী শ্যামল আচার্য্য সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। এরপর তিনি কেশপুর ব্লকের সাহসপুর এলাকায় নির্বাচনী সমাবেশে গিয়ে বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী সেহাসিস চক্রবর্তী তার ভাষনে বলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেও সরকারি সুবিধা যেন সকলের জন্য থাকে। কেউ যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে নেতৃত্বদের নজর রাখতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থী দিতে না পেরে শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সন্ত্রাসের অভিযোগ করছে। কেশপুর ব্লকের কোথাও কোন সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেনি। আসলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থী খুঁজে পায়নি। তাই প্রার্থী দিতে পারেনি। সেই সঙ্গে তিনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর কেশপুরে বহু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, শান্তি ফিরে এসেছে। যারা মানুষ খুন করেছে যারা ঘরবাড়ি লুট করেছে তাদেরকে মানুষ কেশপুর থেকে বিদায় দিয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তার বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর উন্নয়নের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই শান্তি ও উন্নয়নের ধারাকে তিনি বজায় রাখার জন্য কেশপুর ব্লকের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি ও সিপিএম হাতে হাত মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। বাংলার মানুষ ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ওদের জবাব দিয়েছে।

আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি ও সিপিএম কে বাংলার মানুষ জবাব দেওয়ার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তাই তিনি সকলকে এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের গ্রাম পঞ্চায়েতে, পঞ্চায়েত সমিতিতে ও জেলা পরিষদে ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে আশীর্বাদ করার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানানো।

নাট্য আকাদেমির নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

জীবন অন্বেষণে মানুষ নাটকের কাছে নতজানু

খায়রুল আনাম



সমাজবদ্ধ মানুষ তাঁর জীবন ধারণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মানসিক বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখতে নানান বিনোদনকে গ্রহণ করেছে। তার অন্যতম মাধ্যম হলো নাটক। যা সমাজ এবং জীবন আধারিত হয়ে মানুষকে সঞ্জিবীত করে চলেছে। জীবন অন্বেষণে মানুষ নতজানু হয়েছে নাটকের কাছে। নাটক মানুষকে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখায়। মানুষের জীবনে ছায়াচিত্রের প্রবেশের আগে থেকেই বিভিন্ন ধারা ও আঙ্গিকে নাটক মানুষ এবং তাঁর জীবনচরিতকে মানুষের মাঝেই উপস্থাপন করতে নাটক শৈলীর শৈল্পিক ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছে। মানুষের মাঝে এসেছে যাত্রাপালাও।

এক সময় এসব একেবারে আনকোরা হয়ে কুশীলবদের দ্বারা জনসমক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে। তার হাত ধরে এসেছে আলো, ধ্বনি, শব্দ প্রক্ষেপণের মতো মাধ্যমগুলি। আর এসবের জন্য প্রয়োজন হয়েছে প্রশিক্ষণেরও।

সেই কাজটাই করতে আগ্রহী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে উন্মেষিত প্রতিভাগুলিকে ঘষে-মেজে উপস্থাপনাই এই ধরনের কর্মশালার মূল লক্ষ্য বলে স্থির করা হয়েছে। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই চারটি জেলার নাট্য-প্রেমীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় তিন দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে বীরভূমের বোলপুরে। মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে ২৬ জুন বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বোলপুরের মহকুমাশাসক অয়ন নাথ। রূপক মণ্ডলের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিব দেবকুমার হাজরা, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিৎ সিংহ, রাকেশ ঘোষ, নাট্য আকাদেমির সদস্য মলয় ঘোষ, বীরভূম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী, বোলপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক নীলুফা পারভিন, বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তিন দিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেছেন কুড়ি জন ছেলেমেয়ে। নাটক কী ভাবে উপস্থাপন করা যায়, সেখানে কুশীলবদের কতখানি যত্নবান হতে হয় এবং তাঁদের কণ্ঠ, শরীরী ভাষা কী ভাবে দর্শককে আকৃষ্ট করে রাখতে পারে এবং সর্বোপরি একজন ব্যক্তি কী ভাবে নাট্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পারেন, এই নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষকরা শিক্ষানবীশদের সেই পাঠ-ই দেবেন।

শহর ও জেলার খবর

মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে মাদক মামলা ?

কমিশনকে তদন্তে কমিটি গড়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

মোল্লা জসিমউদ্দিন

মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে মিথ্যা মাদক মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার হুমকি। এই ধরনের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি চললো কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। ডায়মন্ডহারবার ও বাদুড়িয়াতে বলপূর্বক মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের অভিযোগ উঠেছে শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আর আর কয়েকদিন বাকি। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সিপিএম প্রার্থীরা। এদিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে তদন্তের নির্দেশ দিল। মাদক মামলায় ফাঁসানোর হুমকিও মিলছে তৃণমূলের দিক থেকে। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন দুই সিপিএম পঞ্চায়েত প্রার্থী। মঙ্গলবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে এই দুই প্রার্থীর অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এর জন্য একটি স্বাধীন দল গঠন করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, 'মামলাকারীদের অভিযোগ নিরপেক্ষ ভাবে খতিয়ে দেখতে হবে কমিশনকে। এর জন্য তাদের একটি স্বাধীন দল গঠন করতে হবে'। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে এই সংক্রান্ত অনুসন্ধান রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত সুত্রে প্রকাশ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবারের কালিনগর গ্রামপঞ্চায়েতে সিপিএম প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন শ্যামল মণ্ডল এবং রেশমা অঙ্কুজি। তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে অভিযোগ তোলেন প্রার্থীরা। বাদুড়িয়ায় সিপিএম প্রার্থীকে অস্ত্র দেখিয়ে জোর করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। চাপ দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করানোর অভিযোগ। ডায়মন্ড হারবারের কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত দুই বাম প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহারের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন টিম গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেন। অভিযোগ খতিয়ে দেখবে কমিশন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আগামী মঙ্গলবার রিপোর্ট পেশ করতে হবে কমিশনকে। মনোনয়ন পর্ব শেষ হতেই রাজ্যের একধিক জায়গা থেকে উঠে এসেছে মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য চাপ তৈরি করার অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে ডায়মন্ডহারবারের নেত্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রার্থী গৌতম হালদার এবং আবদুল্লা শেখের ওপর মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য চাপ তৈরি করা হচ্ছে। অভিযোগ, তাঁরা কখনও হুমকি মুখে পড়ছেন, কখনও আবার তৃণমূলের লোক পুলিশ নিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেছেন সিপিএম প্রার্থীরা। এই গোটা বিষয়টি উল্লেখ করে তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। এদিন মামলার শুনানি পর্বে আদালত বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ কমিশনকে বিশেষ টিম গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দেয়। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দেবে কমিশন। উল্লেখ্য, মনোনয়ন জমা অবধি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭৯টিতে কোনও লড়াই হচ্ছে না। জেলা পরিষদের ৪টি, ৬টি পঞ্চায়েত সমিতিতেও ভোট হচ্ছেনা। মনোনয়ন দেওয়া মনোনয়নপত্র ফিরিয়ে নিতে হয়েছে। কারণ, দিন কয়েক আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার পঞ্চায়েত ভোটের কয়েক জন বিরোধী প্রার্থীর কাছে হুমকি এসেছিল। দাবি, মনোনয়ন না ফেরালে মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। জেলে যাওয়ার ভয়েই মনোনয়ন প্রত্যাহারে করে নেন সিপিএমের দুই প্রার্থী বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গড়তে হবে। সেইসাথে সাতদিনের মধ্যে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে বলে আদেশনামায় উল্লেখ করা হয়েছে।

নাম করা স্কুলের অবহেলায় বাদ গেল শিশুর আঙ্গুল

নিজস্ব প্রতিনিধি— শিক্ষিকা তথা বিদ্যালয় প্রশাসনের গাফিলতিতে আঙ্গুল খোয়াতে হল তৃতীয় শ্রেণীর এক শিশুর। এমনই শিউরে ওঠার মত ঘটেছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন (বারাকপুর)-এর গোপাল গোবিন্দ ভবন শাখায়। ঘটনাটি শনিবারের। ভুক্তভুগি শিশু খড়দহ নিবাসী আদিত্য সিং বাজোরিয়া জানিয়েছে সেই দিন স্কুলে বিরতির সময় কিছু বাচ্চার সঙ্গে খেলার সময় গ্রিলে লেগে তার আঙুলের কিছু অংশ কেটে পড়ে যায়। সেটি দেখামাত্র সে ভয়ে ব্যথায় কাঁদতে থাকে। সেখানে দায়িত্বে থাকা সহকারী মহিলা কর্মী শিশুটির আঙুলে জল দিয়ে ধুয়ে কোনোমতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। খবর পেয়ে টিচার ইন চার্জও সেখানে আসেন। কিন্তু ক্ষতস্থান থেকে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হলেও তাকে কোনো ডাক্তার



বা হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে সেখানেই বসিয়ে রেখে তার বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে শিশুটিকে ব্যথায় কাঁদতে থাকায় বকাবকিও করেন টিচার ইন চার্জ ও তাঁর সহকারী এক শিক্ষিকা। ঘটনার প্রায় ঘন্টাখানেক পরে ছাত্রের বাবা স্কুলে এলে তাঁকে শিশুটিকে নিয়ে যেতে বলা হয়। শিশুটির বাবা অজয় সিং বাজোরিয়া জানিয়েছেন, 'আমায় স্কুল থেকে ফোন করে বলা হয় বাচ্চার হাত কেটে গেছে এসে নিয়ে যান। ছেলেকে নিয়ে আসার সময়ও বলা হয়নি যে তার আঙুলটির কিছু অংশই বাদ হয়ে সেখানে পড়ে গেছে। সেখান থাকে আমি সোজা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে জানতে পারি এতো ভয়ঙ্কর অবস্থা। পরে হাসপাতালের চিকিৎসক জানান আর কিছু করার নেই, দেরি হয়ে গেছে আর কাটা অংশটি জোড়া লাগানোও সম্ভব নয়।' এমনকি ঘটনার তিনদিন কেটে গেলেও স্কুল তরফে কোনো সহানুভূতিও জানান হয়নি বলেই অভিযোগ শিশুটির বাবার। ঘটনার পর শিশুটির পরিবার তরফে থানায় অভিযোগ জানান হয়।



রাজ্য নির্বাচন কমিশন দফতরে সিপিআইএম প্রতিনিধি দল। —বিশ্বজিৎ ঘোষাল

৬ বছর আগে নাট্য ক্লাসে ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন, গ্রেফতার নাটকের শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি— ৬ বছর আগে নাটকের ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল নাবালিকা। অভিযোগ, তখন থেকেই তাঁকে উত্যক্ত করতে শুরু করেন নাটকের শিক্ষক। কখনও ক্লাসের মধ্যে আবার কখনও ওই ছাত্রীকে বাড়িতে ছেড়ে আসার নামে তার উপর একাধিকবার যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগ ওঠে ওই নাটকের শিক্ষকের বিরুদ্ধে। সেই সময় নাবালিকা হাওয়ায়, লজ্জায় ভয় কাউকে কিছু বলতে পারেনি সে। এখন ওই ছাত্রী তরুণী। জানা গিয়েছে, এই ঘটনা নিয়ে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার পরেই সাহস যুগিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান তিনি।

ঘটনার তদন্তে নেমে নাট্য ক্লাসে ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত নাটকের শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত ২৩ জুন নির্যাতিতা ওই ছাত্রী বাঁশদ্রোনী থানায় ওই নাট্য শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে অভিযুক্ত ওই নাট্য শিক্ষকের বিরুদ্ধে পকসো আইনের ১০ ও ১২ ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলার রুজু করে পুলিশ। সোমবার অভিযুক্ত ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়। এদিন ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে, অভিযুক্তকে ২৮ জুন পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত শিক্ষকের নাম রাজা ভট্টাচার্য। এ প্রসঙ্গে পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই অভিযুক্ত শিক্ষক অন্য কোনও ছাত্রীর সঙ্গে এই ধরনের আচরণ করেছে কি না বা তাকে কেউ সাহায্য করেছিল কি না, সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃতকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, শীঘ্রই পুলিশ নির্যাতিতা ছাত্রীর তৎকালীন সহপাঠীদের এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

ওদিকে নির্যাতিতার বাবা জানিয়েছেন, 'দোষীর উপযুক্ত শাস্তি হোক এটাই আমরা চাই।' এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায় ছাত্রী এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে কথা বলেছি এবং সব রকমের পদক্ষেপ করেছি। মেয়েটি এখন প্রাপ্তবয়স্ক। তবে সে যখন নাবালিকা ছিল, তখন এই ঘটনা ঘটেছিল। এতদিন পরেও অভিযোগ জানিয়ে সে দৃষ্টান্তমূলক সাহস দেখিয়েছে। তার সাহসের প্রশংসা করা উচিত। তার বাবা-মা আমাদের সব রকমভাবে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন।'

শিশু সুরক্ষা কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তীও অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলেন, 'আমি তাদের ভূমিকার প্রশংসা করি। নির্যাতিতা যে সাহস দেখিয়েছে তা অন্যান্যদের অনুপ্রাণিত করবে।' অভিনেতা সুদীপ্ত চক্রবর্তীও নির্যাতিতার সাহসের প্রশংসা করেছেন।

প্রসঙ্গত, ঘটনার সূত্রপাত হয় বছর ছয়েক আগে। যখন এই যৌন নির্যাতনের ঘটনাটি ঘটেছিল, সেই সময় নির্যাতিতা নাবালিকা ছিল। কিন্তু এখন তিনি তরুণী। তাঁর অভিযোগ, ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে তাঁর সঙ্গে এই যৌন হেনস্থার ঘটনাটি ঘটেছিল। সেই সময় অভিযোগকারিণীর বয়স ছিল ১২ বছর।

ওই বছর দক্ষিণ শহরতলীর রথ তলায় একটি নাটকের ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন নির্যাতিতা ছাত্রী। অভিযোগ, তারপর থেকেই ওই শিক্ষক তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে শুরু করে। ছাত্রীটির অভিযোগ, কখনও ক্লাসের মধ্যেই আবার কখনও বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নাম করে যৌন হেনস্থা চালাত ওই শিক্ষক। তরুণী সেই সময় নাবালিকা হওয়ায় ভয়ে কাউকে কিছু জানাতে পারেনি। তবে ঘটনার ৬ বছর পর গত ২৩ জুন সাহস যুগিয়ে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বাঁশদ্রোণী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। অভিযোগ খতিয়ে দেখে সোমবার পুলিশ ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করে। এদিন তাকে আদালতে তোলা হয়।

নোদাখালিতে সিপিএম সমর্থক গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২৭ জুন— সোমবার সন্ধ্যায় নোদাখালির গজাপোয়ালি অঞ্চলে গুলিবিদ্ধ হলেন সিপিএমের সমর্থক সেখ খইরুল। গুলিতে জখম খইরুলকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থার অবনতি হওয়ায়, রাতেই কলকাতার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, সোমবার সন্ধ্যায় সেখ খইরুল ও আরো একজন রাস্তা দিয়ে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী বলে পরিচিত সেখ বাপি নামে একজন খইরুলকে বলেন, ভোটটা তাহলে তৃণমূলকে দিস। খইরুল এর উত্তর ছিল, ওটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তুমি বললেই তোমার দলকে ভোট দিতে হবে। শুরু হয় বচসা। গুলি চালিয়ে দেয় সেখ বাপি। এ বিষয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদক প্রাক্তন সাংসদ শমীক লাহিড়ি মঙ্গলবার বিকেলে দৈনিক স্টেটসম্যানকে জানান, খইরুল আমাদের সমর্থক। ওর একটু মানসিক সমস্যা আছে। অন্ধ ভক্তের মতো সিপিএম দলকে ভালোবাসে। এক রকম অসহায় মানুষটিকে গুলি করে দিল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রিত দুষ্কৃতী। মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত দুষ্কৃতী ধরা পড়েনি। বলা যায় নোদাখালি থানার পুলিশ ধরেনি। জানা গেল, ঘটনার পর থেকে পলাতক সেখ বাপি। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের কথায়, ওই ঘটনা পারিবারিক বিবাদের জের। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।



কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর গৌতম পোদ্দারকে সংবর্ধিত করছেন মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট নোমিত বাজোরিয়া। —দিলীপ দত্ত

ভুয়ো বাবা-মা তৈরি করে ভারতীয় নাগরিক! গ্রেপ্তার নেপালের তরুণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ২৭ জুন— ভুয়ো ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডতো আছেই। এমনকি ভুয়ো বাবা- মা-ও তৈরি করেছিলে। নেপালের সেই ব্যক্তি। উদ্দেশ্য একটাই যেনতেন প্রকারেন ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা। কিন্তু রাজ্য পুলিশ এবং তাদের গোয়েন্দা শাখা ডি আই বিও সচেতন শেষমেষ নেপালের সেই যুবক পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ নকশালবাড়ি থানার ডিআইবি দপ্তর ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম গোপাল খরকা, বয়স ৩৪। সে নেপালের ঝাপা জেলার মেচি নগরের বাসিন্দা।

ভারতীয় ভোটার কার্ড, আধার সহ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিলো এই গোপাল খরকা। সেই অনুযায়ী সোমবার নকশালবাড়ি থানায় পাসপোর্টের যাবতীয় নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য আসেন তিনি। কিন্তু ডিআইবি দপ্তরের আধিকারিকদের তার নথিপত্র নিয়ে সন্দেহ হয়। এরপর শুরু জিজ্ঞাসাবাদ। আর তাতেই বেরিয়ে আসপ আসল তথ্য। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় নেপালের পরিচয় পত্র এবং পাসপোর্ট।

শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ির ফাকনাজোতের এক আদিবাসী দম্পতিকে ভুয়ো বাবা-মা তৈরি করে দালাল এর মাধ্যমে এই নেপালের নাগরিক বছর দুয়েক আগে ভোটার ও আধার কার্ড তৈরি করে ফেলে। এরপর নেহাল রাউতিয়া নাম দিয়ে ভারতীয় পাসপোর্টের জন্য আবেদন করে। কিন্তু মিথ্যা চালাকি ধরা পড়ে একসময়।

ডিআইবি দপ্তরে নথিপত্র যাচাই করাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় গোপাল। তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নকশালবাড়ির ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স অফিসার। পুলিশ তাকপ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু কী তার উদ্দেশ্য ছিল, ভারত বিরোধী কোনো চক্রান্তের ছকইবা তার ছিলো কিনা সব দিক নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নির্বাচনী নথি জালিয়াতিতে অভিযুক্ত বিডিওকে বাদ দেওয়ার দাবিতে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি— গত সপ্তাহে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পেশে নির্বাচনী নথি জালিয়াতি মামলায় এক বিডিওর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। উলুবেড়িয়ার দুই সিপিএম প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বিকৃতি কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তবে গত সোমবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ সেই নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে। এরপর ফের অভিযুক্ত বিডিওকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে সরানোর জন্য মামলা দায়ের করার আবেদন জমা পড়ল কলকাতা হাইকোর্টে। মঙ্গলবার ফের বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসেই এই আবেদন জমা পড়েছে। সেই মামলা দায়ের করার অনুমতি দিলেন বিচারপতি সিনহা। উল্লেখ্য, উলুবেড়িয়ার দুই সিপিএম প্রার্থী কাশ্মীরা বিবি ও ওমজা বিবির অভিযোগ, 'তাঁদের মনোনয়নপত্র বিকৃত করে স্ক্রুটিনিতে বাদ দেওয়া হয়েছে'। তারপর উলুবেড়িয়া-১ এর বিডিওর কাছে অভিযোগ জানাতে গেলেও তা নেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন তাঁরা। এরপর হাইকোর্টে মামলা করেন কাশ্মীরা এবং ওমজা। গত সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি অমৃতা সিনহা সব শুনে সিবিআইকে দায়িত্বভার দেন তদন্তের। তিনি নির্দেশ জারি করে বলেছিলেন 'যেহেতু রাজ্য সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাই রাজ্য পুলিশকে এই তদন্তভার দিলে নিরপেক্ষতা রক্ষিত হবে না। তাই সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়া হচ্ছে'। কিন্তু এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল রাজ্য। সেই মামলার শুনানিতে গত সোমবার ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'তদন্ত করবে রাজ্যপুলিশই। তবে আদালতের নজরদারিতে'। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, 'আদালতের নজরদারিতেই রাজ্য পুলিশকে এই তদন্ত করতে হবে'। এ ব্যাপারে এক বিচারপতির কমিশনও গড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে-কে। তারপরেই অভিযুক্ত বিডিওর নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার বৈধতা নিয়ে মামলা দায়ের সিঙ্গেল বেঞ্চে। মামলাকারীর প্রশ্ন, 'যে বিডিও-র নামে অভিযোগ, যাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ হলেও কমিশন গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ, তিনি কীভাবে তদন্ত প্রক্রিয়ার আওতায় থেকেও নির্বাচনী কাজে অংশ গ্রহন করতে পারেন?' সেই মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা। চলতি সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানা গেছে।

ডেট রিকভারি ট্রাইবুনালের উদ্যোগে লোক আদালত



নিজস্ব প্রতিনিধি— জীবন সুধা বিল্ডিংয়ের অষ্টম তলে অবস্থিত কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনালের অফিসে আয়োজিত হল লোক আদালত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রিসাইডিং অফিসার রাকেশ পতি তিওয়ারি। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার মহেন্দ্র, ডিজিএম দিলীপ পট্টনায়েক, সমরেন্দ্র সমল, এজিএম অরুণপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রিসাইডিং অফিসার আর পি তিওয়ারি, এ পি ঘোষ ও উপস্থিত ঋণগ্রহীতারা। সাধারণ জনজীবনে প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক উভয় পক্ষেই লোক আদালতের গুরুত্ব অপরিসীম বলে ব্যাখ্যা করেন প্রিসাইডিং অফিসার। মোট ৮৫টি ডিআরটি কেস ১২০ কোটি টাকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। লোক আদালতের ১৮ জন অ্যাকাউন্টস মেম্বার অধিষ্ঠিত হয়েছেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত টাকার পরিমাণ ৮৯.২৬ কোটি। নিষ্পত্তি হয়েছে ১০.২২ কোটি টাকা। পরবর্তী লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে সেপ্টেম্বর মাসে। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে লোক আদালতের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন রেজিস্ট্রার পি সি দাস বক্সি ও উপস্থাপক অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার সুদীপ কুণ্ডু।

DAINIK STATESMAN দৈনিক স্টেটসম্যান
১৩ আষাঢ় ১৪৩০ বর্ষ ২০ সংখ্যা ১

সঠিক পথে পাটনার বৈঠক

পাটনায় অনুষ্ঠিত ১৫ অ-বিজেপি দলের বৈঠকে ঐক্যবদ্ধ সুরই দেখা গেল। দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এল বিরোধীদের এই আলাপ-আলোচনায়।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে জোট গঠনের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। যে দুটি বিষয় উঠে এল তা হল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকের মধ্যমণি-- বলতে গেলে তিনিই বৈঠক পরিচালনা করলেন, বিরোধী নেতাদের একজোট হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিলেন। দ্বিতীয় বিষয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাহুল গান্ধির আলাপচারিতা। এতদ্বারা মনে হতে পারে কংগ্রেসকে নিয়ে তৃণমূলের যে অ্যালার্জি ছিল তা হয়ত কেটে গেল। কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে জাতীয় স্তরে একটি সমন্বয় হতে চলেছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বাসভবনে বিরোধীদের এই আলোচনা সভায় রাহুল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তালসঙ্গত ছিল সুরে বাঁধা। শুধু তাই নয়, মমতার সঙ্গে রাহুলের আলোচনাকালে একে অপরের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসাও শোনা গেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন জাতীয় স্তরে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে এই সুসম্পর্কের অর্থ কিন্তু এই নয় যে পশ্চিমবঙ্গে 'হাত ও ঘাসফুল প্রতীকের' মধ্যে যে সংঘাত চলছে, যে চাপানউতোর চলছে তার অবসান ঘটল। এ ব্যাপারে রাজ্য কংগ্রেস নেতারা বলেছেন, জাতীয় স্তরে যাই হোক না কেন, রাজ্যস্তরে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের বৈরিতা যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলবে। কংগ্রেস বামেদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়বে। বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের সুসম্পর্ক অটুট থাকবে। তবে রাজ্যে কংগ্রেস-তৃণমূলের সম্পর্ক যতই তিক্ত হোক, জাতীয় স্তরে এই দুটি দলের মধ্যে বোঝাপড়া যদি ভাল হয়, তাহলে তা জোটের পক্ষে মঙ্গল হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এতদিন মমতা-রাহুলের মুখোমুখি হননি বরং নানা ইস্যুতে তাঁর সমালোচনাই করেছেন। পাটনার বৈঠক দু'জনের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হল, তা বলা যেতেই পারে।

পাটনার বৈঠকের নির্যাস হল, এই বৈঠকে যে ১৫ দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ের ডাক দিলেন। এই ধরনের জোটের নেতাদের বৈঠক অন্যান্য রাজ্যেও অনুষ্ঠিত হবে। তবে পাটনার বৈঠক যে সুর বেঁধে দিল তার তাল যাতে না কাটে, তা দেখার দায়িত্ব সব বিরোধী নেতাদেরই। রণকৌশল ঠিক করার জন্য আরও বৈঠক বসবে। রাহুল গান্ধি বলেছেন, বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নানা বিষয়ে বিরোধ আছে, তা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

পাটনার বৈঠকে বিজেপি-বিরোধিতা নিয়ে বিরোধীরা যে একসুরে কথা বলছেন তা নিয়ে ভাবিত নয় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। তাহলেও বিজেপির এক শীর্ষ নেতা বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। এতদিন বিরোধীরা শত চেষ্টা করেও ঐক্যবদ্ধ জোট করতে পারেননি। এবারও যে পারবে না তা বলা যায় না-- বিশেষ করে মমতা ও রাহুল হাত মিলিয়েছেন। মমতাকে সবাই ভারতের একজন বড় নেত্রী বলে মনে করেন-- তাঁর কৌশল, তাঁর উদ্যম, তাঁর স্ট্র্যাটেজি প্রশংসা করার মতো। সুতরাং এবার বিরোধীদের ঐক্য নিয়ে বিজেপির চিন্তার কারণ থাকতেই পারে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমেরিকা থেকে এসে তাঁর সফরের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। সেখানে পাটনায় বিজেপি বিরোধীদের বৈঠকের প্রসঙ্গ উঠতেই পারে। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে কী বলেন তা জানার জন্য সবাই আগ্রহী। তবে অতীতে দুটি লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীরা বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াইয়ের ডাক দিলেও শেষ পর্যন্ত সেই প্রত্যাশিত জোট গঠিত হয়নি নিজেদের মধ্যে মতবিরোধের জন্য। ফলে বিজেপির নির্বাচনে জেতা সুবিধে হয়ে গেছে। এবার কি হয় তা দেখার।

তবে পাটনার বৈঠকে মমতা প্রধান ভূমিকা পালন করলেও তিনি যদি শেষ পর্যন্ত জোটের প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন, তা কংগ্রেস মেনে নেবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। তবে তা ভবিষ্যতে জোটের কার্যাবলীতে বোঝা যাবে। তবে এবার বিজেপির অবস্থা খুব একটা ভালো নয়-- বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে অশান্তি চলছেই। কয়েকটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বদল করতে হয়েছে। পাটনার বৈঠক নিয়ে যে জিনিসটা অনুল্লেখ রয়ে গেছে তা হল, আপ-এর সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক, যা সুখের নয়। তাই শেষ পর্যন্ত আপ কী করে, তাল কেটে বের হয়ে যায় কিনা তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। তবে পাটনার বৈঠক যে মোটামুটি সঠিক পথেই এগিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

The Statesman শতবর্ষ আগে

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

জাদুকর পকেটমার থেকে সাবধান

সিআইডি বা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট সাধারণের উদ্দেশ্যে এক জাদুকর পকেটমার থেকে সাবধান হওয়ার সতর্কবার্তা জারি করেছে। মুর্শিদাবাদে সম্প্রতি জাদুর খেলা দেখানোর সময়ে উপস্থিত দর্শকদের প্রায় সকলেরই পকেট থেকে অর্থ খোয়া যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয় পুলিশে। জাদুকরটি জাদুর খেলা দেখানোর সময়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটি গোখরো সাপ ছুড়ে দেয়। হুড়োহুড়িতে একটি লোকের কোমরে বাঁধা অস্টাশি টাকার থলেটি পড়ে যায়। জাদুকরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি সহযোগীর মধ্যে একজন ত্বরিত গতিতে সেই পড়ে যাওয়া টাকার থলিটি কুড়িয়ে নেয় বলে সন্দেহ। কারণ তারাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেই পড়ে গিয়েছিল। সাপটি জাদুকর তুলে নেওয়ার পর সেই ব্যক্তি দেখেন তাঁর টাকার থলেটি নেই। কিন্তু এতটাই ত্বরিত গতিতে ঘটনাটি ঘটে যায় যে কেউই দেখেননি কে টাকার থলিটি নিয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ জাদুকরকে গ্রেফতার করেছে।

বজবজ হত্যা মামলা

আলিপুর অতিরিক্ত সেশন জজ এ ই জি দুবল স্ত্রী হত্যার দায়ে রবিরাম পদ নামে এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। উল্লেখ্য, রবিরাম পদ ও মাটো দাসী দুজনে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতেন। কিছুদিন যাবত মাটো দাসীর অন্য পুরুষের সঙ্গ করার অভিযোগে দুজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল। ঘটনার দিন রবিরাম পদ ও মাটো দাসীর বিবাদ চরমে আকার নেয়। রবিরাম পদ একটি ধরাল ছুরি দিয়ে মাটো দাসীকে কয়েকবার মুখে বুকে পেটে আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় মাটো দাসী ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায়। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় রবিরামও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজের গলাতেও ছুরি চালিয়ে দেয়। তার গলার ক্ষত থেকেও প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। প্রতিবেশীরা রবিরাম ও মাটো দাসীর ঝগড়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপদের আঁচ করে তাদের দেখতে আসে। উভয়কেই প্রতিবেশীরা গুরুতর জখম ও রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ উভয়কে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মাটো দাসীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিরামের দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর অবস্থার উন্নতি হলে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে কয়েদ করে। এরপর তার বিচার শুরু হয় দীর্ঘ শুনানির পর বিচারকরা সমবেতভাবে রবিরামকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বিচারে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

একটি চিঠি

পত্রলেখক জনৈক ইঞ্জিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিক্ষয় রোধ বিষয়ক এই চিঠি লিখেছেন।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

সম্প্রতি দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় দার্জিলিং জেলায় সি ডব্লু ক্রিস্টসন যে কাজ করেছেন সে ব্যাপারে প্রকাশিত খবরটি আমি পড়েছি। খবরটি আমার ভালো লেগেছে। খাড়া পাহাড়ে ভূমিক্ষয় রোধ এবং বন্যা ও খরা রোধ করতে তিনি একটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন যা আমার কাছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে। যেহেতু আমি এ বিষয়ে প্রবলভাবে আগ্রহী সেহেতু কোনও সহৃদয় পাঠক যদি মি. ক্রিস্টিসনের পদ্ধতি সম্পর্কে আমাকে বিশদে জানান, তাহলে আমি বাধিত হব। ১৯৮৪ সালে লন্ডনে দ্য সোসাইটি অফ আর্টস-এর সামনে মি. ক্রিস্টিসন যে পেপারটি পড়েছিলেন সম্ভবত সেটির মধ্যে এই পদ্ধতি পুরোপুরি বর্ণিত আছে। অথবা কিছুদিন আগে তিনি চা-বাগানের মালিকদের জন্য যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন সেখানেও কোনও প্রবন্ধে এটির উল্লেখ থাকতে পারে।

নয় বছরের মাথায় প্রথম এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নের উত্তর দিলেন প্রধানমন্ত্রী

শোভনলাল চক্রবর্তী

ইতিহাস রচনা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দেশে গত ন'বছরে তাঁকে কোনও সাংবাদিক সম্মেলন করতে দেখা যায়নি। বর্তমান আমেরিকা সফরেও সাংবাদিক সম্মেলন হোক, এটা একেবারেই চায়নি সাউথ ব্লক। মোদি আমেরিকার বিমানে ওঠার একদিন আগে পর্যন্ত সেই অবস্থানেই ছিলেন তাঁরা। তবে, মোদিকে সাংবাদিক বৈঠক করানোর জন্য এ বার নাছোড়বান্দা ছিল জো বাইডেন প্রশাসন। আর তাই শেষ পর্যন্ত রাজি হতেই হল মোদিকে। শুধু হতেই হল না, তাঁর সরকারের দিকে আসা বৈষম্যের অভিযোগও সামলাতে হল। এই অভিযোগ আসবে জেনেই গোড়ায় সাংবাদিক সম্মেলনে রাজি ছিল না সাউথ ব্লক।

অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনে দেওয়া উত্তর শোনার পরে সকলের মনে একটাই প্রশ্ন, টেলিপ্রম্পটার থাকা সত্ত্বেও এমন নিষ্প্রভ, মধ্যমেধার উত্তর! কেমন যেন পরীক্ষায় টুকতে গিয়ে ধরা পড়া ছাত্রের মত হাবভাব। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এমন মধ্যমেধা মানা যায় না। দেশেও কেন প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন এড়িয়ে যান বোঝা গেল। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হননি কোনও দিন। আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে কিন্তু প্রশ্ন নিলেন এবং গণতন্ত্রের জয়গানই গাইলেন নরেন্দ্র মোদি। বললেন, "ভারতের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে গণতন্ত্র। ভারত বাঁচে গণতন্ত্রে। পূর্বসূরিরা গণতন্ত্রের বয়ানেই লিখেছিলেন সংবিধান। মোদি সরকারও গণতন্ত্রেরই উপাসক। জাতি, ধর্মের কোনও বৈষম্য সেখানে নেই।" পাশে ভাগ্যিস কোনও ঢাকাই কুটটি ছিল না, থাকলে নিশ্চয় বলে বসত, আস্তে কন কত্তা ঘোড়ায় হাসব। হোয়াইট হাউসের ইস্ট উইংয়ের মঞ্চে আমেরিকার এক সাংবাদিকের ধর্মীয় বৈষম্য সংক্রান্ত তীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তরে এই রকমই বেলাগাম দাবি করলেন মোদি। তাঁর বক্তব্য, আমাদের সরকারে বৈষম্যের কোনও জায়গাই নেই। কোনও ভেদভাব নেই। ধর্ম জাতি, ভৌগোলিক ভিত্তিতে কোনও বৈষম্য করা হয় না। আমাদের এবং আমেরিকার রক্তেই রয়েছে গণতন্ত্র। ভারত এবং আমার সরকার সংবিধান মেনে চলে। প্রধানমন্ত্রী কি সত্য ভাষণ করলেন? এত দিন ধরে মুসলমানদের, দলিতদের পিটিয়ে হত্যা, জ্যান্ত গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে হত্যা, স্ট্যান স্বামীর মত মানুষকে জেলে পায়ে শেকল বেঁধে ফেলে রেখে মেরে ফেলা, জামিয়া মিলিয়া, জেএনউ, শাহিনবাগ, এসবকি মিথ্যা ছিল, আমাদের দিবাস্বপ্ন! গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে অবশ্য আলাদা করে কিছু বলেননি প্রধানমন্ত্রী।

মোদীর সফরকে ঘিরে উত্তেজনা ভারতে এবং আমেরিকায় যতই উচ্চগ্রামে যাক না কেন, ডেমোক্র্যাট সরকারের উপরে এ নিয়ে চাপও কম ছিল না। ভারতে মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংখ্যালঘুর অধিকারের মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে রিপোর্ট জমা দিয়েছে আমেরিকার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা। বিমানবন্দরে মোদিকে স্বাগত জানাতে ছিলেন না কোনও শীর্ষ নেতা। আমেরিকার কংগ্রেসে মোদির বক্তৃতা বয়কট করেছেন দুই ডেমোক্র্যাট সদস্য। ফলে মোদির সফর নিয়ে ঢাকঢোল বাজানোর পাশাপাশি হোয়াইট হাউসের উপরে দায়ও তৈরি হয়েছিল, নিজের দেশে সাংবাদিকদের প্রশ্নের সামনে মোদিকে দাঁড় করানোর। আর তাই শেষ পর্যন্ত যখন রাজি করানো গেল মোদিকে, কূটনৈতিক মহল জানাচ্ছে, কিছুটা স্বস্তিতে এবং বাকিটা কটাক্ষে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয় মুখপাত্র জন কার্বিকে বলতে শোনা গেল, "এটা বড় ব্যাপার!" আর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রত্যাশিত ভাবেই ভারতের বৈষম্যের অভিযোগ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়লেন শুধু মোদি নন, পাশে দাঁড়ানো প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও।

বৈঠক শুরু আগেই বাইডেন তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিয়ে বলেছিলেন, "আইনের চোখে সাম্য, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় বহুত্ব এবং জনবৈচিত্র হল জাতির ইতিহাসে এমন কিছু মূল নীতি, যা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েও নিজেকে অটুট রেখেছে, এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।" সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর কাছেও জানতে চাওয়া হয়, মুসলিম ও অন্য সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় বৈষম্য, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণের মতো অভিযোগ বাইডেনের দলের সদস্যরাই করছেন মোদি সরকারের বিরুদ্ধে। তা নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কি কোনও কথা বলতে চান ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে? বাইডেন কিছুটা সতর্ক, সাবধানী ভঙ্গিতে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার গণতন্ত্র নিয়ে ভাল আলোচনা হয়েছে। আমাদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা হয়ে থাকে। আমরা দু'দেশই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।



তারই খেই ধরে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেই তো দিলেন দু'দেশেরই ডিএনএ-তে গণতন্ত্র রয়েছে। দেশের মাটিতে প্রধানমন্ত্রী নিয়মিত ভাবে ধোপদুরস্ত পোশাকে, নানান সাজে সেজে দিনে একাধিক বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। নিজের 'মনের কথা' প্রতি রবিবার রেডিয়ো অনুষ্ঠানেও বলে থাকেন। কিন্তু অন্যের প্রশ্নের জবাব দিতে তাঁর অনীহা লক্ষ করেছে রাজনৈতিক শিবির। তিনি এবং তাঁর সরকার শেষ পর্যন্ত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজি হওয়ার পর তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে জন কার্বি বলেন, আমরা খুবই কৃতজ্ঞ যে, মোদি তাঁর এই সফরে সাংবাদিক সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। আমরা মনে করি বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আহ্লাদিত যে তিনিও সেটা মনে করছেন। কার্বি যা বলেছেন তাকে চলতি বাংলায় বলে 'চাটা', আর ভালো বাংলায় বলে ব্যাজস্তুতি। এখন সেটা বোঝার মত বুদ্ধি প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দলের লোকের আছে কিনা জানা নেই। কোনও প্রধানমন্ত্রী দেশের বাইরে গেলে সাধারণ ভাবে সরব হয় না বিরোধী দল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসরে নামতে দেরি করেনি কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনতে সকালেই টুইট করে কার্বিকে উদ্ধৃত করেন। তার পর কটাক্ষ করে লেখেন, "এটি একটি আন্তর্জাতিক গৌরব!" কার্বির যে উদ্ধৃতি তিনি পোস্ট করেছেন, সেখানে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্রকে বলতে শোনা গিয়েছে, "সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাব দেওয়া মোদির পক্ষে বিরল ঘটনা। ন'বছর আগে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি দেশে একটিও সাংবাদিক সম্মেলন করেননি। ২০১৯ সালের মে মাসে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কোনও প্রশ্ন নেননি।"

আমেরিকার ডেমোক্র্যাট পার্টির দুই কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমর এবং রাশিদা তালেব ইতিমধ্যে মোদির যৌথ অধিবেশনের বক্তৃতা বয়কট করেছেন। দুই মুসলিম নেত্রীরই বক্তব্য, মোদির সরকার ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন করে থাকে। মানবাধিকার কর্মী এবং সাংবাদিকদের আক্রমণ করে। রাশিদা আরও এক ধাপ এগিয়ে এ-ও বলেছেন, "মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণতন্ত্র-বিরোধিতার দীর্ঘ ইতিহাস যাঁর রয়েছে, আমাদের দেশের রাজধানীতে সেই মোদিকে একটা মঞ্চ দেওয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত লজ্জার।" সরব হয়েছেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও। তাঁর কথায়, কূটনৈতিক আলোচনায় ভারতে মুসলমান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরা প্রয়োজন। আমার যদি মোদির সঙ্গে কথা হত, তাঁকে আমার এটাই বলার থাকত যে, আজ যদি আপনি সংখ্যালঘুদের না দেখেন, তা হলে দেশটা টুকরো হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে। তা ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী।"

শুধু ওবামা নয় মার্কিন সেনেটর বার্নি সান্ডার সংবাদমাধ্যমের অধিকারের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ এবং অনৈতিক ভাবে সামাজিক আন্দোলনের কর্মীদের জেলে আটকে রাখা নিয়ে মোদি সরকারকে নিশানা করেছেন। তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, "উগ্র হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদের ধারনা প্রচার করা হচ্ছে যেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।"

চলতি মার্কিন সফরে একাধিক বার বিভিন্ন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। ওমার খালিদকে কেন দীর্ঘদিন জেলে আটকে রাখা হয়েছে? এই প্রশ্ন তুলে নিউ ইয়র্ক শহরে প্রচার চালানো হচ্ছে। মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে বহু মানুষ ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। কুস্তিগীরদের উপর অত্যাচারের জবাবদিহি চাওয়া হয়েছে বহু পোস্টারে। তার সাথে সাথে ২০০৪ থেকে ২০১৫ সালে পর্যন্ত মোদিকে কেন আমেরিকায় ব্যান করে রাখা হয়েছিল সেই কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনকে। ২০০২ সালে গুজরাট গনহত্যার পর তৎকালিন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ব্যান করে আমেরিকা।

বেশ কয়েকটি মার্কিন মানবাধিকার সংস্থা বিবিসির তথ্যচিত্রটির বিশেষ স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করেছিল। কেন তথ্যচিত্রটির উপর ভারত সফর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, তা খতিয়ে দখতে বিশেষ স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা বলে সংস্থাগুলির তরফে জাননো হয়। এদিকে, ভারতে মানবাধিকার লঙঘন নিয়ে সরব হয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের ৭৫ জন সদস্য। মানবাধিকার লঙঘনের বিষয়টি মোদির সঙ্গে বৈঠকে যাতে তোলা হয়, সে ব্যাপারে বাইডেনকে অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে মোদি ভাষণ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের ধারণা, সঙ্কুচিত হচ্ছে ভারতের গণতন্ত্র। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে অসহিষ্ণুতাও। খর্ব করা হচ্ছে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের স্বাধীনতাকেও। সব মিলিয়ে আমেরিকা সফর মোদিকে বহু কঠিন প্রশ্নের মুখে ফেলে দিলো। শোনা যাচ্ছে বাইডেন পত্নীকে হিরের আংটি উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই আংটিটি কেনা হয়েছে ভারতীয় জনগণের ট্যাক্সের টাকায়, কিন্তু জনগণের জন্য কি নিয়ে আসছেন মোদি? হীরের বদলে জিরে? শোনা যাচ্ছে আমেরিকার যুদ্ধ বিমান ও ড্রোন আসছে ভারতে। না খেতে পাওয়া মানুষদের এতে কি কোনও সুবিধা হবে? জানা নেই। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর জামানায় শব কা সাথ, শব কা বিকাশই, এই দেশের ভবিতব্য।

পুরীধাম ও জগন্নাথদেবের ব্রহ্মরূপ বৃত্তান্ত

যোগব্রত চক্রবর্তী

কথিত আছে, এই সৃষ্টির পালনকর্তা ভগবান বিষ্ণু ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতের শিখরে অবস্থিত বদ্রীনাথ ধামে স্নান করেন। তারপর, গুজরাতের দ্বারকা ধামে গিয়ে বস্ত্র পরিধান করেন। উড়িষ্যার (বর্তমানে ওড়িশা) পুরীধামে এসে ভোজন সম্পন্ন করেন। পরিশেষে, দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরমে অবতীর্ণ হয়ে বিশ্রাম নেন। ভগবানের লীলাবিলাসের জন্য খ্যাত এই চার ধামের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাম পুরী, যা বর্তমানে ওড়িশা বা প্রাচীন উড্রদেশের পূর্বদিকে অবস্থিত। ওড়িশার অবশ্য আরো নাম আছে। 'মহাভারত'-এ বর্ণিত হয়েছে প্রাচীন জনপদ কলিঙ্গের কথা। অন্যদিকে উৎকল হল কলিঙ্গের একটি অংশ। কিন্তু 'ব্রহ্ম পুরাণ' ও কালীদাস বিরচিত 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে উৎকল আর কলিঙ্গ দুটিকেই পৃথক রাজত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর বিবরণী থেকে জানা যায় পুষ্যভূতি রাজবংশের শেষ নৃপতি হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের 'পঞ্চ গৌড়' এর অন্যতম অংশ ছিল উৎকল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে শিলালেখ থেকে মহাকান্তার-এর কথা জানা যায়। গঞ্জাম থেকে প্রাপ্ত তাম্রলিপি পাঠোদ্ধার করে জানা যায় কোঙ্গোডা'র নাম। প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি অদিভিসা'র কথা বলে। ২৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতের অন্যতম প্রাচীন জনপদ এই কলিঙ্গেই মৌর্য সম্রাট অশোকের সঙ্গে স্থানীয় রাজার যুদ্ধ হয়। অন্যদিকে পুরী ধামেরও অনেক নাম। ঋগ্বেদে একটি পুরুষমণ্ডম গ্রাম। ভৃগু, অত্রি ও মার্কণ্ডেয় প্রমুখ ঋষিদের আশ্রম ছিল এই স্থানের নিকটে। 'স্কন্দ পুরাণ' অনুসারে পুরী হল নৃসিংহ ক্ষেত্র। এই পুরী গোবর্ধন মঠের অংশ, আদি শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চারটি প্রধান মঠের একটি। স্বয়ং বিষ্ণুর ক্ষেত্র বলে এটি শ্রীক্ষেত্র-ও। বৈষ্ণব মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুকালে পুরীতে অবস্থান করেছিলেন। কেউ পুরীকে সম্বোধন করেন পৃথিবীর বৈকুণ্ঠ নামে। কেউ বলে নীলাচল ধাম, কারো কাছে পুরুষোত্তমক্ষেত্র, আবার ভক্তবৃন্দের কাছে পুরী শুধুই জগন্নাথ ধাম। সংস্কৃতে 'পুরী' শব্দের অর্থ হল নগর। প্রাচীন ভারতে এটি ছিল অন্যতম প্রসিদ্ধ বন্দর নগরী। চোল আমলেও এর সঙ্গে সুমাত্রা, জাভা, বার্মা, শ্যামদেশ, সিংহলের বাণিজ্যিক যোগসূত্র ছিল প্রকট।

পুরী ধামের স্থান মাহাত্ম্যের ভরকেন্দ্র হলেন জগন্নাথদেব। তিনি স্বয়ং বিষ্ণু বা হরির অংশ, জগতের নাথ। তাই তিনি জগন্নাথ। 'রামায়ণ' এর উত্তর খণ্ডে স্বয়ং রাম-রাবণের ভ্রাতা বিভীষণকে নীলমাধবের উপাসনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'স্কন্দ পুরাণ'-এ বলা হয়েছে ভগবান বিষ্ণু পুরুষোত্তম নীলমাধব নামে আবির্ভূত হন এই পুরীতে। প্রসঙ্গত, নীলমাধব জগন্নাথদেবের আদিরূপ। তিনি প্রথম পূজিত হন শবর দলপতি বিশ্ববসু'র দ্বারা। তাঁর উপাসনা প্রথম করে আদিবাসী শবর জনজাতির মানুষেরা। তারা সাধারণত বৃক্ষের উপাসক। শবর জাতের মানুষের গাত্রবর্ণ হল কালো, তাই প্রভু জগন্নাথও কৃষ্ণবর্ণের। বিশেষ দারুবৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত। তিনি পূজিত হন দাদা বলভদ্র, বোন শুভদ্রার সহিত একত্রে, মূলত জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা থেকে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত, শবর জাতের পুরোহিতগণ দ্বারা। তাঁর আরাধনা করা হয় বিষ্ণুর বামন অবতার রূপেও। বৈষ্ণবরা জগন্নাথের দাদা বলভদ্রকে বিষ্ণুর অবতার-জ্ঞানে পুজো করেন। 'ভাগবত-পুরাণ'-এ বর্ণিত হয়েছে তাঁর নাম। শবর জাতের যে পুরোহিতদের দ্বারা পূজিত হন একত্রে, তাঁরা হলেন দৈতাপতি। এরা শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, বিশ্ববসুর বংশধর। কিংবদন্তি অনুসারে, জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণকার্য প্রথম শুরু করেছিলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন-- তাঁকে নৃপতিশ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করা হয়। স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি সুগন্ধি দৈবকাষ্ঠ উদ্ধার করেন সমুদ্রতীর থেকে। বৃদ্ধ কারিগরকে দিয়ে নির্মাণ করান মূর্তি। বৃদ্ধের কাজের শব্দ শুনতে না পেয়ে, একসময় রাজা অধৈর্য হয়ে বন্ধ দরজা খুলে জগন্নাথ-বলভদ্র-সুভদ্রার ঠিক যে অসম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই রূপেই আজও পূজিত হয়ে আসছেন তাঁরা। দশম শতাব্দীতে, এই মন্দির গঙ্গা রাজবংশের রাজা অনন্তবর্মণ চোরাগঙ্গার দ্বারা পুনর্নির্মিত হয়। পরাক্রমশালী রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গভীম-দেব দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দের এক্কেবারে শেষের দিকে মন্দির সংস্কার করেন। পূর্বীয় গঙ্গা রাজবংশ, গজপতি



রাজবংশ সহ পরবর্তী রাজারাজদের শাসনামলে মন্দির ও তার প্রাঙ্গণ আরও বিস্তৃত হয়েছিল।

ওড়িশার ভূমি প্রাণবন্ত। যেখানে জগন্নাথদেব বিরাজমান, সেখানে প্রাণ তো থাকবেই। শ্মশানের চিতায় শ্রীকৃষ্ণের পার্থিব দেহ সৎকার সম্পন্ন হবার পরও তাঁর যে হৃদয় অক্ষত থেকে যায়, তাকেই স্থাপন করা হয়েছিল জগন্নাথ দেবের প্রতিমার অভ্যন্তরে। প্রতি বারো বছর অন্তর জগন্নাথ দেবের নতুন কাষ্ঠপ্রতিমা নির্মাণ করা হয় এবং প্রতিবারই সেই হৃদয়-- যাকে ব্রহ্ম পদার্থ বলে থাকেন অনেকে-- অন্ধকার ঘরে নতুন মূর্তির ভিতরে সেটিকেই প্রতিস্থাপন করেন পুরোহিত। সেই মুহূর্তে গর্ভগৃহে অন্য কোনও ব্যক্তির উপস্থিতি নিষিদ্ধ। প্রতিস্থাপনকারী পুরোহিতের হাতে থাকে দস্তানা, চোখ থাকে ঢাকা; তবু তিনি প্রবলভাবে উপলব্ধি করতে পারেন দিব্য বস্তুটির স্পন্দন। এই জগন্নাথ দেবকে দর্শনের জন্যই গৌড়বঙ্গের নবদ্বীপ থেকে ছুটে এসেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের 'মধ্য-লীলা' খণ্ডে কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করেছেন মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ, জগন্নাথ ধামে যাত্রা, পুরীর রথযাত্রায় উপস্থিত হওয়া, হরিনাম সংকীর্তন ও জগন্নাথ দেবের মধ্যে কৃষ্ণ দর্শনের বিশদ বিবরণ। চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবরা তার পরেই বাংলার বিভিন্ন স্থানে পুরীর অনুকরণে রথযাত্রার প্রচলন করেন। ভক্তের ভগবান, দয়াময় জগন্নাথ পুরীকে এককথায় আগলে রেখেছেন। আগলে রেখেছেন তাঁর সকল ভক্তবৃন্দ, জগৎ সংসারকে। দুরারোগ্য ব্যাধি হওয়ার পরেও মাধব দাস যেমন তাঁর প্রভু জগন্নাথের উপর ভরসা করে কারো সেবা নিতে চাননি, তেমনই জগন্নাথ স্বয়ং তার শুশ্রূষা করে মাধবের বাকি পনেরো দিনের অসুখ নিজের শরীরে ধারণ করে জ্বর বাঁধিয়েছিলেন। আগত ভক্তদের এই আকুল প্রার্থনা, বাসনা, টান আর তার পরিবর্তে রক্ষা করার জন্য ভগবানের উদগ্রীবতা পুরী ধামকে জগন্নাথসর্বস্ব ভাবের আধাররূপে আলোকিত করেছে।

প্রচলিত রীতি মেনে জগন্নাথ 'নন্দীঘোষ', বলভদ্র বা বলরাম 'তালধ্বজ', আর সুভদ্রা 'দেবদলন' বা 'পদ্মধ্বজ' রথে সওয়ার হয়ে মাসির বাড়ি গুণ্ডিচা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হবার অনেক আগেই হয় স্নানযাত্রা উৎসব। অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ দিনটিতে, অর্থাৎ যে দিনে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের আবির্ভাব হয়েছিল, হয় চন্দন যাত্রা। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় আয়োজিত হয়। এই দিনেই নাকি সারা গায়ে চন্দনের প্রলেপ লাগানোর জন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন জগন্নাথ। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে টানা ২১ দিন ধরে চলে 'বাহার চন্দন' উৎসব। চলে বার্ষিক রথযাত্রার রথ-নির্মাণ ও সাজানোর কাজ। বাকি ২১ দিন ধরে চলে 'ভিতর চন্দন উৎসব'। তাই উৎসবের ঠিক ৪২ দিনের মাথায় পুনরায় স্বপ্নাদেশ পেয়ে ১০৮টি কলসির জল দিয়ে জগন্নাথদেবকে স্নান করিয়েছিলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। এই সময় আয়োজিত হয় স্নানযাত্রা, জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয় এই উৎসব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের অন্দরে কান পাতলে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথির মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এই তিথিতেই স্বয়ম্ভু মনু'র যজ্ঞের প্রভাবেই জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব ঘটেছিল। স্নানযাত্রা শেষে রাজবেশ পরানো হয় তাঁকে। এর পর জগন্নাথ দেবের জ্বর আসে। ১৫ দিন বন্ধ থাকে মন্দির। জগতের নাথ শায়িত থাকেন লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে। এ সময় হয় অঙ্গরাগ, তাঁকে ভেষজ রঙে রাঙানোর কাজ। ভেষজ দ্রব্য ও বনৌষধি লেপন, এবং সবশেষে কবিরাজের পাঁচন খেয়ে জ্বর ছাড়ে তাঁর। ভক্তদের জন্য পুনরায় খুলে যায় প্রভুর দরজা। বছরে এই একবারই মাসির বাড়ি যাত্রা করেন তাঁরা। নিভৃতবাস কাটিয়ে রথে চড়ে গুণ্ডিচা মন্দিরে পৌঁছলে শেষ হয় সোজা রথ। সাত দিন অবস্থানকালে জগন্নাথ-বলভদ্র-সুভদ্রা পান আদর, যত্ন; দেওয়া হয় ৫৬ ভোগ, সঙ্গে থাকে তিনজনের জন্য তিনটে পানের খিলি। প্রিয় মিষ্টি 'পোড়া পিঠে' খেয়ে রথে চড়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ হলে সমাপ্ত হয় উল্টো রথ। ওড়িশার প্রাচীন দুই পুঁথি 'উৎকলখণ্ড' এবং 'দেউল তোলা' ইঙ্গিত দেয় রথযাত্রার আদি কথন, প্রথাসমূহের জন্মবৃত্তান্ত ও প্রারম্ভিক বিষয়বলীর।

জগন্নাথ দেবের মন্দিরে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, বৌদ্ধ-- সকল মতই মিলেমিশে একাকার। বিষ্ণু যেভাবে নীলমাধব রূপে অবতীর্ণ হলেন, কালক্রমে হরির অংশরূপে সেভাবেই যথাস্থানে আবির্ভূত হলেন জগন্নাথ। স্নানযাত্রার সময় আবার ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য গণধর্মের গজানন রূপে তথা গজবেশ ধারণ করে সম্মুখে এলেন এই জগন্নাথই। সনাতন ধর্মের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা সম্প্রদায় হল 'গাণপত্য'। এই সম্প্রদায়ের মানুষ গণেশকে সগুণ ব্রহ্মরূপে আরাধনা করেন। হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্রের 'অদ্বৈত বেদান্ত'-কে সুপ্রতিষ্ঠিত রূপদানকারী আদি শংকরাচার্য যে 'পঞ্চদেবতা পূজা'র প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁরা হলেন গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু ও দুর্গা। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে নবম শতকের মাঝামাঝি যে সময়টিতে গাণপত্য ধর্মমতের উদ্ভব ঘটেছিল, সর্বগুণ সম্পন্ন গণেশ বা গজানন সেই ঘরানার মূল উপাস্য দেবতা। তাই হিন্দু মতে যেকোনও পূজারই এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ-- গণেশ বন্দনা। কদম্ব রাজবংশ ও পশ্চিমি গঙ্গা রাজবংশের আমলে বিকশিত হওয়া কর্ণাট (অধুনা কর্ণাটক) রাজ্যের কনিয়ারি গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন গণপতি ভট্ট। তিনি কেবই বিষ্ণু উপাসক। দীর্ঘজীবন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি জেনেছেন, বিষ্ণুর পাদপদ্মে শরণাগত হলে যাবতীয় জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। 'ব্রহ্ম পুরাণ' পাঠ করে তিনি জানলেন গোদাবরী নদী অববাহিকার কথা, উড্রদেশের ভূখণ্ড এবং নীলগিরিতে বিষ্ণু, শিব, শক্তি ও সূর্যের মাহাত্ম্য। কোনোভাবে তিনি অবগত হলেন যে পরম ব্রহ্ম এই নীলগিরিতেই চিন্ময় মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইষ্টদেবতার রূপ প্রত্যক্ষ করে মোক্ষলাভের আশায় সংসার, সম্পদ ত্যাগ করে গমন করলেন পুরী অভিমুখে। পথে ভিক্ষুকের মতো হাত পাতলেন। যা পাওয়া গেল তাই দিয়েই করলেন ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি। একগুঁয়ে প্রকৃতির গণপতি ভট্ট পুরীর নগরীর সম্মুখ প্রান্তে পৌঁছনোর পর দেখলেন বহু তীর্থযাত্রী, ভক্তবৃন্দ খুশি মনে ফিরে আসছেন জগন্নাথ ধাম থেকে। তিনি তাদের শুধোলেন-- এই যে তারা এত প্রসন্নোজ্জ্বল, এত পরিতৃপ্তি, এর কী কারণ। তারা উত্তরে বলল-- 'নীল কন্দর' বা জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিমা দর্শন করে, পুজো দিয়ে, প্রসাদ নিয়ে যারপরনাই খুশি। এখন তারা তাদের আপন গৃহে ফিরে যাচ্ছে। তিনি তাদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি সত্যিই পরম ব্রহ্মকে দর্শন করেছে! তারা সকলেই ইতিবাচক উত্তর দিল। সব শুনে মনে সংশয় উঁকি দেওয়ার, তিনি ভাবলেন-- পরম ব্রহ্মকে দর্শন করার পর কেউ কিভাবে ফিরে আসতে পারে! ব্রহ্মদর্শন যদি হত, তাহলে সত্যিকারের দর্শনকারী পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতেন। তার তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ সম্পন্ন হত। ঝোলায় থাকা পুরাণটিকে খুলে বারংবার সেই জায়গাটি পড়তে লাগলেন। মনে মনে ভাবলেন-- আর এগোনো সমীচীন নয়। কিছু সময় পরে ভাবলেন, এত দূর এসে ব্রহ্মদর্শন যখন হল না তখন দেহত্যাগ করাই শ্রেয়। পরক্ষণেই ভাবলেন, শাস্ত্র-অনুযায়ী-- আত্মহত্যা করা মহাপাপ। তাঁর মনোকষ্ট দেখে ব্রাহ্মণের রূপ নিয়ে স্বয়ং ভগবান তার কাছে এসে বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ভট্ট বললেন-- তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এই পুরীতে পরম ব্রহ্ম নেই, কারণ তাঁকে দর্শন করার পর সকলেরই মোক্ষলাভ হওয়ার কথা। তিনি যা পড়েছেন পুরানে, তাও জানালেন। ব্রাহ্মণ মৃদু হাসি হেসে উত্তরে বললেন, ভগবান হরি হচ্ছেন স্বয়ং কল্পতরু, কেউ যদি সুখী হওয়ার অভিলাস নিয়ে মন্দিরে এসে ব্রহ্ম দর্শন করেন, ভগবান তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকেন। তারা গৃহে ফিরে যেতে চায় বলেই গৃহে ফিরতে পারছে। পুনরায় মন্দির অভিমুখে যাত্রা করলেন ভট্ট। জগন্নাথদেবের স্নান পূর্ণিমার দিন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করে দারুকাষ্ঠনির্মিত প্রতিমা দর্শন করলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল পরম ব্রহ্মের মুখ হস্তীমুখের মতো। 'গাণপত্য' মতে তিনি যা জেনেছেন। ব্রহ্মকে না পেয়ে চূড়ান্ত হতাশ হয়ে তিনি ফিরে গেলেন। গণপতি ভট্টের দৃঢ় বিশ্বাস দেখে জগন্নাথ স্বপ্নাদেশ দিলেন মন্দিরের কাজে নিয়োজিত পুরীর রাজার প্রতিনিধি মুদিরথ-কে। দ্রুত পৌঁছে গিয়ে তিনি ভট্টাকে জানালেন-- দারুবৃক্ষ ভগবান চতুর্বর্গ প্রদান করতে সক্ষম। কোনো মতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অনড় ভট্টকে ফিরিয়ে আনলেন মন্দিরে। মন্দিরের গর্ভগৃহে সেই প্রতিমাকেই যখন এবার দেখলেন, তখন তাঁর অন্যরকম অনুভূতি হল। এবার তিনি দেখলেন কাষ্ঠপ্রতিমায় সুদীর্ঘ শুঁড়, বিশাল দুই গজদন্ত নিয়ে গণেশ রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন তাঁর পরম ব্রহ্ম। মহানন্দে বিমোহিত ভট্ট প্রণাম করলেন, ভূপতিত হলেন। তাঁর যাবতীয় সংশয় দূর হল। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর পরম ব্রহ্মকে অনুরোধ করলেন-- স্নানযাত্রার দিনে যখন স্নানমণ্ডপে প্রভু আসবেন, তখন সর্বসমক্ষে তিনি যেন তাঁর গজাননরূপ সকল ভক্তবৃন্দকে কৃপাপূর্বক প্রত্যক্ষ করান। সব শেষে মন্দিরের অভ্যন্তরে উপস্থিত বাকিরা দেখল-- দৈবভাবে বিদ্যুৎ চমকের মতো গণপতি ভট্টের দেহ থেকে তার আত্মা জগন্নাথের ব্রহ্মদেহে মিশে যাচ্ছে। সেই দিন থেকে প্রতি বছর স্নান মহোৎসবের পর শ্রীশ্রী জগন্নাথ ও বলভদ্রকে গজবেশে সাজিয়ে স্নানমণ্ডপে সকল ভক্তবৃন্দের সম্মুখে আনা হয়।

'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'য় জ্ঞানযোগে অর্জুনকে তাঁর সারথি কৃষ্ণ বলেছিলেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।' এই শ্লোকের সারকথা হল, একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত যেভাবে তার ভগবানের আরাধনা করেন, ভগবানও ঠিক সেই রূপেই তাঁকে কৃপা করেন। এই শ্লোকের তদপরবর্তী অংশটিও প্রণিধানযোগ্য-- 'মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ'-- অর্থাৎ মানুষ যে-পথ অবলম্বন করেই তংর দিকে যাত্রা শুরু করুক না কেন, অন্তিমে তাঁর কাছেই পৌঁছায়, তাঁকেই লাভ করে। ২৬ আষাঢ় ১৩১৭ সনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-- 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে/ ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে/ আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি/ ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি/ ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে, ঠাঁই করে তুই নে রে কোনোমতে।' গণপতি ভট্ট যেভাবে তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তিতে অটল থেকে ইষ্টদেবতা গজানন-রূপ ধারণ করা জগন্নাথের অন্তরে ঠাঁই পেলেন, সেইভাবে মোক্ষলাভের পথে হেঁটে স্বর্গীয় পরিতৃপ্তির খোঁজে আজও বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিচ্ছেন অসংখ্য মানুষ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

খবরের সাত সতেরো

শ্রীনু নাইডু হত্যা মামলায় বেকসুর খালাস রামবাবু, শংকর সহ ১৩ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২৭ জুন— খড়গপুরের মাফিয়া ডন শ্রীনু নাইডু হত্যা মামলায় বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন আরেক মাফিয়া ডন বাসব রামবাবু, শংকর রাও সমেত ১৩ জন। মঙ্গলবার মেদিনীপুর জেলা আদালতের চতুর্থ অতিরিক্ত দায়রা বিচারক মন্দাক্রান্তা সাহা এই রায় ঘোষণা করেন।

২০১৭ সালের ১১ জানুয়ারি খড়গপুর শহরের ১৮ নং ওয়ার্ডে নিউ সেটেলমেন্টে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে ঢুকে দুষ্কৃতীরা গুলি করে খুন করে শ্রীনু নাইডু ও তাঁর সহযোগী ধর্মা রাওকে। দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম হন আরও দু'জন। পুলিশ তদন্তে নেমে রামবাবু, শংকর রাও, নন্দ দাস'দের গ্রেফতার করে। কিন্তু মঙ্গলবার অভিযুক্তদের মামলা থেকে অব্যাহতি দিলেন চতুর্থ অতিরিক্ত দায়রা বিচারক।

অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস পেয়ে যাওয়ায় শ্রীনু নাইডুর সহধর্মিনী তথা ১৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এ পূজা বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস অফিসে ঢুকে দু'জনকে গুলি করে খুন করা হল। দু'জন জখম হল। এটা কি মিথ্যে? আমি ও খড়গপুরের মানুষ ন্যায়বিচার পেলাম না। দেশের আইনব্যবস্থার উপর ভরসা রইল না। তোমরা ন্যায় বিচার পাবে, একথা লেকের সামনে গিয়ে কীভাবে বলব? পুলিশ কালকেও আশা দিয়েছিল সবার সাজা হবে বলে। একদিনে কী হল? এরা বেরিয়ে এলে শহরে অপরাধ বাড়বে। লোকের মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হবে।'

পূজার প্রতিধ্বনি খড়গপুরে মাফিয়ারাজের বিরুদ্ধে অগ্রণী সৈনিক দেবাশিস (মুনমুন) চৌধুরির গলাতেও। ১৯৯৯ সালের ২৭ জুন এই মাফিয়াদের হাতেই খরিদায় গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হতে হয়েছিল প্রাক্তন সাংসদ নারায়ণ চৌবের ছোট ছেলে মানস চৌবেকে। তাঁর স্মরণে আয়োজিত ২৪তম রক্তদান উৎসবে হাজির মুনমুন বলেন, 'আমরা কখনওই চাইব না খড়গপুর শহরে মাফিয়ারাজ কায়েম হোক। দেখা যাক কী হয়। আমাদের লড়াই জারি থাকবে।'

অন্যদিকে মাফিয়া ডন বাসব রামবাবুর ছেলে সারথি রামবাবু বলেন, 'আমরা খুব খুশি। কোনও অপরাধ না করা সত্ত্বেও আমার বাবাকে এই মামলায় জেলে থাকতে হয়েছে। আজ বিচার পেলাম।'

পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে ভোটের আগে বামেদের ধাক্কা, সংখ্যালঘুরা দল ছেড়ে তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ জুন— পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জোর ধাক্কা খেল সিপিএম। যেখানে চারদিকে রব উঠেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পাশ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই দেখা গেল তার উলট পুরান। আর এই অসাধ্য সাধন করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তারই বিধানসভা এলাকা পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বগপুর ধর্মতলায় সিপিআইএম থেকে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে এসে যোগদান করেছেন। তাদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানকারীরা প্রকাশ্যে মাইক্রোফোনে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়েই তারা সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক হিসেবেই গ্রামের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে চান'। একই সঙ্গে তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে সব রকম ভাবেই অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন।

মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে আসা মানুষজনের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের চলার পথে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সকলের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যাতে বিপুল ভোটে জয়লাভ করতে পারে তার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে বলেন।

বেআইনিভাবে অটো-টোটো-ভ্যান থেকে আদায় করা হচ্ছে টাকা, প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত কাউন্সিলর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ২৭ জুন— ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া বারাসাতের হেলাবটতলায় অটো ও টোটো রিক্সা স্ট্যান্ডের দখল নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল গোটা এলাকা। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর হাতে আক্রান্ত হলেন বারাসাত পৌরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবব্রত পাল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারাসাত থানার পুলিশ। এই ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং বারাসাত-ব্যারাকপুর নীলগঞ্জ রোডে। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে দুই পক্ষকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জানা গিয়েছে, বারাসাত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে অটো রিক্সা ও টোটো স্ট্যান্ড এর ফলে ফুটপাত হারিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ফুটপাত দখল করা যাবে না বলে সরব হয়েছেন বারাসাত পৌরসভার উপ পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত। অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বুড়ো নামে এক ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেস নেতার পরিচয় দিয়ে টোটো, অটো এবং ভ্যান-রিক্সার থেকে নিয়মিত তোলা আদায় করে। ঘটনাচক্রে আইএনটিটিইউসির হেলাবটতলা ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে এখনো বর্তমান রয়েছেন অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বুড়ো। মঙ্গলবার দুপুরে সেই ঘটনার প্রতিবাদ করতে যান ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবব্রত পাল। তখনই দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

এদিন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবু পাল জানান, অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বুড়ো অবৈধভাবে টাকা তুলছে। যদিও আই এন টিটি ইউসির সভাপতি তাঁকে স্বীকৃতি দেননি। ওয়ার্ডে বেআইনি কার্যকলাপ হলে তার প্রতিবাদ করবোই। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এসেই এই ঘটনা ঘটে বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, কাউন্সিলর আক্রান্ত হওয়ায় স্বাভাবিভাবেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় জনপ্রতিনিধিকে আক্রান্ত হতে হয় তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে।

সাংবাদিকদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ জুন— আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম বাংলার সাংবাদিকদের ভোটদানের ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটের দাবি জানালো শতবর্ষ প্রাচীন সাংবাদিক সংগঠন ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইজেএ)-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখা। মঙ্গলবার ই-মেল মারফত রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে এই দাবি রেখেছে আইজেএ। সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলার সভাপতি স্বপন মুখার্জি ও সাধারণ সম্পাদক অরূপ লাহা জানিয়েছেন, ভোটের দিন পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য সাংবাদিক ও চিত্র এই পরিস্থিতিতে পোস্টাল ব্যালটের সুবিধা না পেলে সাংবাদিকরা ভোট দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন বলে এই দাবি করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরে জোড়া খুনে গ্রেফতার পলাতক প্রাক্তন প্রেমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২৭ জুন— গত শুক্রবার সকালে ও সন্ধ্যায় খুন হওয়া দুই মহিলার মৃতদেহ বিষ্ণুপুরের নুর্সিদার চক অঞ্চলের একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হবার পর, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহভাজন পলাতক প্রেমিক সৌরভ মন্ডলকে সোমবার বিষ্ণুপুরের জুলপিয়া অঞ্চল থেকে গ্রেফতার করল বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আদেশ হয়। প্রসঙ্গত, শুক্রবার উদ্ধার হয় চুয়ান্ন বছরের পূর্ণিমা নস্কর ও উনিশ বছরের কলেজ ছাত্রী চুমকি নস্কর। চুমকির প্রাক্তন প্রেমিক গ্রামেরই ছেলে সৌরভ মন্ডল ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহ ছিল মৃত মহিলাদের পরিবারের। সৌরভ এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে চুমকি নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এরপরই সৌরভ প্রতিশোধ নিতে খুন করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেল, বিষ্ণুপুর থানার তদন্তকারী আধিকারিকগণ মৃত চুমকির প্রাক্তন প্রেমিক সৌরভ ও বর্তমান প্রেমিক অনুপ যাদব দুজনকেই সন্দেহের তালিকায় রেখে তদন্ত শুরু করে। কারণ, সৌরভ অনুপের সঙ্গে চুমকির আবার নতুন করে প্রেম হচ্ছে জেনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চুমকিকে ডেকে পাঠায়। প্রথমে বচসা। তারপর মাথায় আঘাত। ঘটনাটা দেখে ফেলেন সম্পর্কে চুমকির জেঠিমা পূর্ণিমা নস্কর। সাক্ষী লোপাট করতে জেঠিমাকেও মেরে ফেলে সৌরভ। দুটি দেহই পুকুরে ফেলে দেয়। জানা গেল, দুজনকে খুন করেও রাগ মেটেনি সৌরভের। প্রতিশোধ নিতে সেই রাতেই মৃত চুমকির নতুন প্রেমিক অনুপের বাড়িতে গিয়েছিল। যদিও তাকে শেষ পর্যন্ত মারতে পারেনি। পুলিশ ধৃত সৌরভ এর মুখোমুখি অনুপকে বসিয়ে জেরা করেছে। অনুপের জবানবন্দি আলিপুর কোর্টে নেওয়া হয়েছে। পর পর দুটি খুন। রাগের মাথায় নাকি পরিকল্পনা করে, নাকি এই জোড়া খুনের পিছনে আরো কেউ আছে কীনা খতিয়ে দেখছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ।



আগামী ৪ জুলাই সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির পদযাত্রা সফল করতে শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র।

মোদি আজ আছে, কাল নেই : মমতা

একের পৃষ্ঠার পর

মমতা এদিন জলপাইগুড়ির সভামঞ্চ থেকে বলেন, এই ঘটনায় আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব। বিএসএফ -এর গুলিতে মৃতদের পরিবারের একজনকে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি ও দু লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যে তৃণমূল সরকারের পূর্ব ঘোষিত নীতি। জলপাইগুড়ির সভা থেকে তৃণমূল সরকারের উন্নয়নমুখী প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ করে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার , কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি নারীকেন্দ্রিক প্রকল্পের নাম করেন। কারণ, পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট ব্যাঙ্ক টানতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভরসা সেই মহিলা ভোটাররাই। একুশের বিধানসভায় জোর ধাক্কা খেয়েছিল তৃণমূল। আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে মাত্র তিনটি আসনে জিতেছিল তৃণমূল। বাকি আসনগুলি ছিল বিজেপির দখলে। মমতা এদিন বলেন, একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কথা কথা জানিয়ে গিয়েছিলাম। এখানে আমরা অনেক জেলাতে না জিতলেও প্রকল্পের সুযোগ থেকে কেউ সেই প্রকল্পের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হননি। আমি মনে করি, আপনারা ভোট না দিতে পারেন, কিন্তু আগামী দিনে আমাকে নিশ্চয়ই ভোট দেবেন। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের চা-বাগান শ্রমিকরাও ছিল মমতা ভোট ব্যাঙ্কের টার্গেট। এদিন মমতা জানিয়ে দেন, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির ২৮২ টি চা বাগানের তিন লক্ষ শ্রমিককে পাকা বাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তৃণমূল সরকারের। ইতিমধ্যেই হাজার জনের বেশি চা-শ্রমিককে পাকা বাড়ি দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিজেপি চা বাগান খোলার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা করেনি। আগামী দিনে চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা বিলি করার প্রতিশ্রুতিও দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এসএসকেএমে ভর্তি থাকতে নারাজ

একের পৃষ্ঠার পর

তবে সভা শেষে হতে হতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় আকাশপথে বাগডোগরা যাওয়ার পূর্ব নির্ধারিত সূচিই অপরিবর্তিত ছিল।

জলপাইগুড়ি থেকে বাগডোগরা যাওয়ার পথে হেলিকপ্টার বিভ্রাটে আঘাত পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরে সোজা এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় এসএসকেএম -এর উডবার্ন ওয়ার্ডে পৌঁছয়। তার আগেই সেখানে হাজির ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম প্রমুখ রাজ্যের শীর্ষ আমলারা। ছিলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

এদিন কনভয় থেকে নামার পরে কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঘাত পাওয়ার খবর পেয়ে আগে থেকেই প্রস্তুতি সেরে রেখেছিল এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ। এমআরআই করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। সেখানেই দেখা যায়, তাঁর বাঁ হাঁটুর লিগামেন্টে চোট রয়েছে। আঘাত রয়েছে হিপ জয়েন্টে। এই অবস্থায় চিকিৎসকরা মমতাকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করাতে বলেছিলেন। কিন্তু রাত আটটায় পাওয়া খবর পর্যন্ত তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে থাকতে রাজি হননি।

আইএসএফ প্রার্থীদের প্রচারে হরিণঘাটায় এলেন নওশাদ

অঙ্কিতা আচার্য, নদিয়া, ২৭ জুন— মঙ্গলবার হরিণঘাটা ব্লকে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে এলেন ভাঙরের বিধায়ক আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী। হরিণঘাটার ব্লকের ফতেপুর অঞ্চল, নগরউখড়া ২ নম্বর অঞ্চল সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় আইএসএফ প্রার্থীর সমর্থনে ভোট প্রচার সারলেন তিনি।

এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, নির্বিঘ্নে অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য দফা বাড়ানো দরকার তাই নিয়ে এদিন তিনি কোর্টে গিয়েছেন কারণ বাহিনী সবসময় পাওয়া সম্ভব নয় আর যদি বাহিনী পর্যাপ্ত না পাওয়া যায় তাহলে দফা বাড়াতে হবে। সোমবার বিধানসভায় শওকত মোল্লা ও নওশাদ সিদ্দিকীর সাক্ষাৎ বিবৃতির প্রসঙ্গে তিনি বলেন নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ। আমি তো কাউকে গিয়ে সবার সামনে ঘুষি মারতে পারি না, আমার তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও আইনি লড়াই যা যা চলছে সেগুলি থেকে আমি এক ইঞ্চিও সরে আসবো না। যতদিন না পর্যন্ত শওকত মোল্লা সাজা পাচ্ছেন ততদিন আমি আইনের লড়াই লড়ে যাব।

গুড়াপে পথ দুর্ঘটনায় দম্পতি সহ মৃত্যু তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ জুন— ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল স্বামী স্ত্রী সহ তিনজনের। সোমবার রাতে জাতীয় সড়কে বর্ধমান- হুগলি সীমান্তে গুরাপে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন রণজিৎ মন্ডল (৬৪) এবং বিজলি মন্ডল (৫৯)। তাদের বাড়ি বর্ধমান শহরের আনন্দপল্লীতে। মারা গেছেন গাড়ির ড্রাইভার বেচু ঘোষ (৩৪), বাড়ি বর্ধমানের বৈকুণ্ঠপুরের ঘোষপাড়ায়। এই ঘটনায় স্থানীয় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিনোদন



এবার মরতে হবে সলমানকে
জনসমক্ষে হুমকি গোল্ডির

মুম্বই: কোনো লুকোছাপা নয়, একদন জনসমক্ষে বলিউড সুপারস্টার সলমান খানকে প্রাণনাশের হুমকি দিলেন কুখ্যাত মাফিয়া গোল্ডি বরাড়। শুধু তা-ই নয়, গোল্ডি স্বীকার করেছেন যে পাঞ্জাবি সংগীতশিল্পী সিধু মুসেওয়ালাকে তিনিই হত্যা করেছেন। এর আগে একাধিকবার প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে সলমান খানকে। এ বছর কখনো উড়োচিঠির মাধ্যমে, আবার কখনোবা ই-মেইল, আবার ফোনের মাধ্যমে ভাইজানকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এবার ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের সহযোগী গোল্ডি প্রকাশ্যে সালমানকে হত্যার হুমকি দিলেন। গোল্ডি এ সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সিধু মুসেওয়ালাকে মেরেছি। এবার সলমান খানকে হত্যার পরিকল্পনা আমাদের নিশ্চিতভাবে আছে। সলমানকে হত্যা করা তাঁর (লরেন্স বিষ্ণোইর) জীবনের মূল টার্গেট।' গোল্ডি আরও বলেছেন, 'ভাই সাহেব (লরেন্স বিষ্ণোই) বলেছেন যে তিনি ক্ষমা চাইবেন না। তিনি তখনই দয়া দেখাবেন, যখন তাঁর মধ্যে দয়া আসবে। আমরা আগেও বলেছি যে যত দিন পর্যন্ত আমরা জীবিত আছি, শুধু সলমান খান নয়, আমরা আমাদের সব শত্রুকে নিধনের প্রয়াস চালিয়ে যাব। তবে সলমান আমাদের মূল লক্ষ্য। আর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমরা যখন সফল হব, আপনারা তা জানতে পারবেন।' গোল্ডি বরাড় সিধু মুসেওয়ালাকে হত্যার কথা স্বীকার করে বলেছেন, 'সিধু মুসেওয়ালাকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি এক অহংকারী ব্যক্তি ছিলেন। আর সিধু পুরোপুরি বিগড়ে গিয়েছিলেন। সিধু তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা আর ধনসম্পত্তির অপব্যবহার করতেন। তাঁর কাছে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অর্থ ছিল। আর সিধু আমাদের ব্যক্তিগত অনেক ক্ষতি করেছিলেন। আর এমন কিছু অন্যায় কাজ করেছিলেন, যা ক্ষমার অযোগ্য ছিল। তাই তাঁকে যোগ্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।'২০২২ সালের ২৯ মে পাঞ্জাবের মনসা জেলায় সিধুর গ্রামে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। আর এ ঘটনার এক বছর পর কানাডানিবাসী গোল্ডি সিধুকে হত্যার কথা স্বীকার করলেন। লরেন্স বিষ্ণোই এখন জেলবন্দী। তবে গোল্ডি বরাড় এখনো পলাতক। কানাডা পুলিশ তাঁর নাগাল পায়নি। গোল্ডির ওপর কানাডা পুলিশ বড় অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এদিকে এই পলাতক মাফিয়ার বিরুদ্ধে ইন্টারপোল পুলিশ রেড কর্নার নোটিশ জারি করেছে।



ওই টাকার জন্য একটু গালিগালাজ খেতে ইচ্ছে হয় : অরিজিৎ



মুম্বই: পাকিস্তানের জনপ্রিয় এক গান নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। বিতর্কের মধ্যমনি অরিজিৎ। তবে বিতর্কের যে জবাব অরিজিৎ দিয়েছেন তা কিন্তু সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। বিতর্ক যে গানটি নিয়ে তা হল পাকিস্তানি গায়ক আলি শেঠি ও শেহ গিলের জনপ্রিয় গান 'পসুরি নু' নিয়ে । পাকিস্তানের জনপ্রিয় এই গানের পুনর্নির্মাণ হয়েছে কার্তিক আরিয়ান ও কিয়ারা আডবাণী অভিনীত 'সত্য প্রেম কি কথা' ছবিতে। এই ছবিতেই 'পসুরি নু' গানটি গেয়েছেন অরিজিৎ সিংহ ও তুলসী কুমার। জনপ্রিয় গানের পুনর্নির্মিত ভার্সনটি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে সমালোচনা। পাকিস্তানি অনুরাগীদের পাশাপাশি ভারতীদের এক অংশ ক্ষুব্ধ এই গানের পুনর্নির্মাণে। অবশেষে মুখ খুললেন জিয়াগঞ্জের ভূমিপুত্র। অনুরাগীদের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তরে অরিজিৎ একটি উনভেরিফাইড টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে জানালেন, 'এই গান গেয়ে যা পারিশ্রমিক পেয়েছি, সেই টাকা আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া বাচ্চাদের স্কুলের বার্ষিক তহবিলে দেওয়া হবে। নির্মাতারা তেমনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাকে। যা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভাবলাম, একটু না হয় গালিগালাজ খেয়ে নিই।' বরাবরই সাদামাটা জীবন বাঁচেন। তারকাসুলভ বিলাসিতা নয়, বরং সমাজের আনুকূল্যে বার বার এগিয়ে এসেছেন। তাঁর দৃষ্টান্তও রয়েছে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে হাসপাতাল থেকে স্কুল খেলার মাঠের নির্মাণ করেছেন তিনি। এ বার সমাজসেবা করতে গিয়ে গালাগালও খেতে রাজি গায়ক।

সমকক্ষদের টেক্কা দিতে কোনো পিআর টিমই রাখেন না কাপুর সন্তান

মুম্বই: বর্তমানে বলিউডের অন্যতম সেরা অভিনেতা হিসেবে তাকে ধরা হয়। যদিও ঝুলিতে হিটের সংখ্যা গুনলে একটু হোঁচট খেতে হবে। সেই রণবীর কাপুর নাকি সমকালীন সহকর্মীদের টেক্কা দেওয়ার যে ক্ষমতা রাখেন তা বহু তাবড়-তাবড় অভিনেতাদের ভিমরি খাওয়ায়। তবে পেশায় অভিনেতা হলেও, স্বভাবের দিক থেকে বেশ মুখচোরা তিনি। কয়েক বছর আগেও ছবি ছাড়া অন্য কোনও কারণে ক্যামেরার সামনে খুব একটা বেশি দেখা যেত না তাঁকে। এখন সেই পরিস্থিতি বদলেছে। এখন প্রায় নিয়মিত ক্যামেরার সামনে ধরা দেন রণবীর। তবে কি গত কয়েক বছরে নিজেকে প্রচারের আলোয় রাখার জন্য নতুন কোনও কৌশল অবলম্বন করেছেন বলিউড অভিনেতা?

সম্প্রতি সমাজমাধ্যমের পাতায় এই প্রশ্নের উত্তর দেন জনপ্রিয় এক আলোকচিত্রী। রণবীরের অনুরাগীরা তাঁর জনসংযোগের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন করলে ওই আলোকচিত্রী জানান, অভিনেতার নাকি সত্যিই কোনও 'পিআর' টিম নেই। অন্য তারকাদের জনসংযোগকারী সংস্থার তরফে নাকি আলোকচিত্রীদের আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় কোন সময়ে বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন তাঁরা। রণবীরের ক্ষেত্রে নাকি তেমন কোনও তথ্য পান না তাঁরা। বিমানবন্দরে রণবীরের গাড়ি দেখেই নাকি তাঁকে চিনতে পারেন তাঁরা, জানান ওই আলোকচিত্রী। শুধুমাত্র রণবীরের কোনও ছবির প্রচারের সময়েই নাকি সেই ছবির প্রচারের দায়িত্বে থাকা টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় তাঁকে।

তবে এই দাবি অগ্রাহ্য করে তাঁদের কথায়, রণবীরের পিআর টিমের সদস্যরা নাকি এতটাই চালাক যে, তাঁরা তারকাকে এমন ভাবেই সবার সামনে তুলে ধরেন যাতে মনে হয় কোনও জনসংযোগ সংস্থার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগসাজশ নেই।



১৫০ কোটির দরে 'কে' নিয়ে প্রভাষ সবার উপরে





মুম্বই : প্রভাসের সর্বশেষ হিট ছবি বলতে 'বাহুবলী'ই। কারণ সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'আদিপুরুষ' বক্স অফিসে আশানুরূপ সফলতা পাচ্ছে না। প্রভাসকে প্রভু রামের চরিত্রে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। তবুও নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ প্রভাসই। তাই তাঁকে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক দিতে পিছপা হন না নির্মাতারা। পারিশ্রমিকের দৌড়ে প্রভাস এখন অন্যান্য তারকার থেকে অনেকটাই এগিয়ে। তাঁর আগামী ছবি 'প্রজেক্ট কে' সে কথাই বলছে।প্রভাসের আগামী ছবি 'প্রজেক্ট কে' ঘিরে নানা খবর প্রতিদিনই শোনা যাচ্ছে। সদ্য পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন কমল হাসানের মতো তারকা। নাগ অশ্বিন পরিচালিত ছবিটিতে অভিয়শিল্পী প্রভাস, কমল হাসান ছাড়াও তালিকায় আছেন অমিতাভ বচ্চন, দীপিকা পাড়ুকোন, দিশা পাটানির মতো তারকারা। জানা গেছে, নির্মাতারা এই ছবির জন্য মুড়িমুড়কির মতো টাকা ওড়াচ্ছেন। ছবির বাজেট তাঁরা ৬০০ কোটি টাকার মতো রেখেছেন। সায়েন্স ফিকশনধর্মী ছবিটিকে অনেক বড় আকারে নিয়ে আসতে চান নির্মাতারা। 'প্রজেক্ট কে' ছবির প্রযোজনা ব্যয় প্রায় ৪০০ কোটি রুপির মতো বলে জানা গেছে। ভারতীয় ছবির ইতিহাসে 'প্রজেক্ট কে' সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবিগুলোর মধ্যে একটি হতে চলেছে। নির্মাতারা প্রভাস, দীপিকা, অমিতাভ বচ্চন, কমল হাসানকে বেশ মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক দিয়েছেন বলে চর্চায় উঠে এসেছে। তবে সবচেয়ে অবাক করবে প্রভাসের পারিশ্রমিক। খবর অনুযায়ী, প্রভাস একাই এই ছবির জন্য ১৫০ কোটি পারিশ্রমিক নিয়েছেন, যা এই দক্ষিণি তারকাকে ভারতের সবচেয়ে দামী অভিনেতা তালিকার শীর্ষে তুলে এনেছে।আরেক দক্ষিণি তারকা কমল হাসান ছবিটির জন্য ২০ কোটি নিয়েছেন। তবে মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন এ ক্ষেত্রে কমল হাসানের থেকে পিছিয়ে আছেন। 'বিগ বি' এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য নিয়েছেন ১০ কোটি। তবে এই প্যান ইন্ডিয়া ছবিতে তাঁর চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও বেশ ছোট। সেদিক থেকে দেখতে গেলে অমিতাভ বচ্চন বড় দাঁও মেরেছেন। 'প্রজেক্ট কে' ছবিতে প্রভাসের নায়িকা হিসেবে দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোনকে। জানা গেছে, দীপিকা এই ছবির জন্য ১০ কোটি দর হেঁকেছেন।



এক চোখ হারিয়ে 'ব্লাইন্ড' সোনম কাপুর



মুম্বই : 'ব্লাইন্ড' হয়ে ফিরছেন সোনাম কাপুর। মা হওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম সিনেমা। সোনম কাপুরকে শেষ দেখা গিয়েছিল ২০১৯ সালে 'দ্য জোয়া ফ্যাক্টর' সিনেমায়। তারপর এই সিনেমা। আগামী মাসেই ওটিটিতে মুক্তি পেতে চলেছে সোনম অভিনীত সিনেমা 'ব্লাইন্ড'। সম্প্রতি পরিচালক সোম মাখিজা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোনম কাপুরের কয়েকটি ছবি পোস্ট করে তার ক্যাপশনে লিখেছেন, 'অন্ধদের জগতের এক ঝলক'। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোম মাখিজার পরিচালনায় সোনম অভিনীত 'ব্লাইন্ড' সিনেমাটি জিও সিনেমায় আগামী ৭ জুলাই মুক্তি পাবে। মাখিজা পরিচালিত এই সিনেমাতে সোনম ছাড়াও আরও দেখা যাবে পূরব কোহলি, বিনয় পাঠক, লিলেট দুবে এবং শুভম সরফকে। জানা যায়, 'ব্লাইন্ড' মূলত ক্রাইম থ্রিলার। সিনেমায় পুলিশের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোনম কাপুর। একটি অ্যাকসিডেন্টে চোখের দৃষ্টি হারান সোনম। আর দৃষ্টিহীন অবস্থাতেই কীভাবে তিনি একজন সিরিয়াল কিলারকে ধরবেন সেই গল্পই দেখা যাবে পর্দায়।

মিসেস এশিয়া ইন্ডিয়া ২০২৩ অভ্যর্থনায় রিচা শর্মা



কলকাতা: সম্প্রতি কলকাতার বারীশ সাউথ সিটি মলে অভ্যর্থনা জানান হল মিসেস এশিয়া ইন্ডিয়া ২০২৩ সংগীত রায়চৌধুরীকে। এই বর্ণময় সন্ধ্যায় সংগীতা রায়চৌধুরীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের খ্যাতনামা নায়িকা রিচা শর্মা। সম্প্রতি লন্ডনে আয়োজিত মিসেস এশিয়া ২০২৩ প্রতিযোগিতার ৫টি পর্বে নিজের অনবদ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সংগীত রায়চৌধুরীর মাথায় জিতের মুকুটটি ওঠে। গুণ ও রূপের মিশেল সংগীতা রায়চৌধুরীর শুধু ভারত নয় গোটা বিশ্বের মহিলাদের কাছে উদাহরণ। মিসেস রায়চৌধুরী তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব এবং প্রতিযোগিতা শিল্পে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। সঙ্গীতা রায়চৌধুরী, সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা এবং কমনীয়তার প্রতীক হিসেবে অন্যান্য অসংখ্য প্রতিভাবান অংশগ্রহণকারীদের ছাড়িয়ে গেছেন। এই বিজয়ের পথে রয়েছে তার অধ্যবসায়, স্থিতিস্থাপকতা এবং ক্রমাগত আত্ম-উন্নতির পথে হেঁটে যাওয়া। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন কর্পোরেট জগতে বিভিন্ন পদে কাজ করার পর, তিনি বিক্রয়, বিপণন এবং ব্যবস্থাপনার ভূমিকায় প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে রয়েছে বেঙ্গালুরুর লীলা প্যালেস হোটেলের মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে কাজ করা এবং সিআরআইএসইএল (স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস কোম্পানি), ডান অ্যান্ড ব্র্যাডস্টিড এবং অ্যামিকর্প গ্রুপের মতো সম্মানিত প্রতিষ্ঠানে পদে থাকা। তার সফল কর্মজীবনের বাইরে, সঙ্গীতা সক্রিয়ভাবে জনহিতকর কাজকর্মেও জড়িত।

শাহরুখ, সলমানকে টপকে গেলেন
কত পারিশ্রমিক পাচ্ছেন এই দক্ষিণি তারকা

চেন্নাই : দক্ষিণ ভারত তো বটেই ভারতজুড়েই থ্যালাপতি বিজয় পরিচিত এক নাম। কয়েক বছর ধরেই একের পর এক সুপারহিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি। 'নিশ্চিত হিট' জেনে প্রযোজকেরা তাঁর পেছনে বিনিয়োগ করতে পিছপা হন না। নতুন ছবিতে বিজয় যে পারিশ্রমিক পাচ্ছেন, তা আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। নতুন ছবির জন্য ২০০ কোটি পারিশ্রমিক পাচ্ছেন বিজয়, ভারতীয় তারকাদের মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি। নতুন ছবির পারিশ্রমিক অঙ্ক দিয়ে শাহরুখ খান, সলমান খান, আমির খান বা অক্ষয় কুমারের মতো তারকাদের ছাড়িয়ে গেছেন বিজয়। গত ২২ জুন ছিল থ্যালাপতি বিজয়ের জন্মদিন। এদিন প্রকাশিত হয় 'লিও' সিনেমার গান ও ছবির ফার্স্ট লুক। জন্মদিনের প্রথম প্রহরে ছবির ফার্স্ট লুক দিয়ে চমকে দিয়েছিলেন বিজয়। যেখানে রক্তাক্ত হাতুড়ি হাতে দেখা গেছে বিজয়কে, পাশে দেখা যাচ্ছে হিংস্র এক হায়েনাকে। পরিচালক লোকেশ কঙ্গরাজের 'লোকেশ সিনেমাটিক ইউনিভার্স'-এর তৃতীয় কিস্তি 'লিও'। ফলে অনেকেই মনে করছেন ইউনিভার্সের আগের দুই ছবি 'কাইথি' ও 'বিক্রম'-এর অনেক চরিত্রই 'লিও'তে দেখা যাবে।



অডিশন নিচ্ছেন অথচ জানেনেই না ভাস্বর

কলকাতা : তিনি নাকি সিরিয়ালের অডিশন নিচ্ছেন আর সেই পোস্টারে ছেয়ে গেল সোশ্যাল মিডিয়া। অথচ সেটি জানেনেই না টলিউট অভিনেতা ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু হাত ধরে প্রতারণার জালে টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়। তবে শুধু ভাস্বর নন এই অডিশন নিয়ে অন্ধকারে রয়েছেন চন্দন সেন, মৈত্রী সেন, অম্বরীশ ভট্টাচার্য, পরান বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নামকরা অভিনেতারাও। অথচ এঁদের সবার ছবি ও নাম ওই বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকী, ভাইরাল হওয়া পোস্টারের লেখা রয়েছে অভিনয় না জানলে, অভিনয় শিখিয়ে নেওয়া হবে। সঙ্গে রয়েছে এক জনপ্রিয় বিনোদনমূলক চ্যানেলের নাম। পোস্টারের লেখা অনুযায়ী, সেই চ্যানেলের এক ধারাবাহিকের জন্য অডিশন। আর এই ভুয়ো পোস্ট নজরে পড়তেই খেপে গেলেন ভাস্বর। ফেসবুকে পোস্টারটি শেয়ার করে ভাস্বর লিখলেন, 'ভগবান জানেন কেন এই মহিলা আমার নাম, আমার ছবি ব্যবহার করছে। আমি একেবারেই এসবের সঙ্গে যুক্ত নই।"এরকম ঘটনা প্রথম নয়, এর আগেও টলিউডের অভিনেতা, অভিনেত্রীদের নিয়ে এরকম পোস্ট নজরে এসেছে। এই ঘটনা জানার পর সংবাদ মাধ্যমকে অভিনেতা ভাস্বর জানিয়েছেন, "আমি ছাড়াও অনেকের ছবি এই পোস্টে ব্যবহার করা হয়েছে। সবার সঙ্গে কথা বলছি। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। আপাতত স্টার জলসাকে আমার পোস্টে ট্যাগ করেছি।'





খবরে দেশ-বিদেশ

অভিন্ন দেওয়ানীবিধি এবার পাখির চোখ মোদির

ভোপাল, ২৭ জুন-- হিন্দুত্ব বা তিন তালাক সবই সারা। বিজেপির প্রধান ইস্যুগুলির মধ্যে সবগুলিই খরচ হয়ে গিয়েছে। পড়ে আছে শুধু অভিন্ন দেওয়ানিবিধি তথা ইউনিফর্ম সিভিল কোড। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের কর্মসূচি থেকে সেই অভিন্ন দেওয়ানীবিধি নিয়েই এবার বাজার গরম করতে হাজির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এদিন সর্বভারতীয় বিজেপি 'মেরা বুথ, সবসে মজবুত' কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। মধ্যপ্রদেশে ভোট আসছে। এদিন সেখান থেকেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এক দেশে কীভাবে দু'টি আইন চলতে পারে?' মোদি এদিন বলেন, 'ভারতে তিন তালাককে আমরা নিষিদ্ধ করেছি। যা ছিল মুসলিম মা-বোনেদের জন্য অভিশপ্ত আইন। অথচ মিশর, পাকিস্তান, কাতার, জর্ডন, সিরিয়া, বাংলাদেশের মতো মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলি অনেকদিন আগেই এই আইন তুলে দিয়েছে।'

অনেকের মতে, অভিন্ন দেওয়ানিবিধীর বিষয়টিকে নতুন করে খুঁচিয়ে দেওয়া আসলে বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদির মেরুকরণের



রাজনীতিরই অংশ। সদ্য মিশর সফর থেকে ফিরেছেন মোদি। এদিন তিনি বলেন, 'মিশরে ৯০ শতাংশ মানুষ সুন্নি মুসলিম। সেই দেশ কীভাবে ৮০-৯০ বছর আগে তিন তালাকের অবলুপ্তি ঘটিয়েছে? তারা কি ইসলাম মানে না? এখানে যাঁরা তিন তালাকের হয়ে ওকালতি করেন, তাঁরা আসলে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করেন।'

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড হল ভারতে নাগরিকদের ব্যক্তিগত বিষয়ে অভিন্ন আইন। যা জাত, ধর্ম নির্বিশেষে সব নাগরিকের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। বর্তমানে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন চালু আছে যা তাদের ধর্মীয় বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদ, দত্তক নেওয়া, ভরণপোষণের বিষয়গুলি ব্যক্তিগত আইনের আওয়ায় পড়ে। এই ব্যাপারে আদালতও হস্তক্ষেপ করতে পারে না। যেমন বিয়ে নিয়ে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, পার্সি এবং শিখদের জন্য পৃথক আইন চালু আছে। বিজেপি তথা হিন্দুত্ববাদীদের গোড়াকার দাবি হল দেশে একটাই ব্যক্তিগত আইন থাকবে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানের জন্য আলাদা আইন থাকতে পারে না।

সম্প্রতি কেন্দ্রের আইন কমিশন এ ব্যাপারে নতুন করে নারাচাড়া শুরু করেছে। তারা বলেছে, এ ব্যাপারে সব পক্ষের মতামত তারা শুনতে চায়। যা নিয়ে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেছেন, '২১ তম আইন কমিশন এই সংক্রান্ত বিতর্কের নিষ্পত্তি করে দিয়েছে। ২০১৮ সালেই স্পষ্ট করেছে কমিশন। সেই সংক্রান্ত সুপারিশ সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। আগের কমিশনের মূল কথাটি হল, দুটি সংস্কৃতি বা আচার-বিচার ধারার মধ্যে ফারাক মানেই সেটা বিভেদ বা বৈষম্য নয়।'

বিরোধীদের অনেকের মতে, বিজেপি ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্বকে এক করে দেখতে চায়। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য—ভারতের মৌলিক ধারণাটাকেই পাল্টে দিতে চায় গেরুয়া শিবির। সে কারণেই এত উগ্রতা।

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, বিজেপির এই 'মেরা বুথ, সবসে মজবুত' আসলে চব্বিশের লক্ষ্যেই বুথস্তরের সংগঠন তৈরির উদ্বোধনী কর্মশালা ছিল। সেখানে ঘুরিয়ে অভিন্ন দেওয়ানিবিধির কথা বলে আসলে মোদী ইঙ্গিত করলেন, চব্বিশে এটাই হতে চলেছে বিজেপির মূল তাস।

বিরোধীদের গ্যারান্টি শুধুই দুর্নীতিতে : মোদি

ভোপাল, ২৭ জুন-- পাটনায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের বাড়িতে গত শুক্রবার বৈঠকে বসেছিলেন দেশের ১৫টি বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীরা। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করার অঙ্গীকারবদ্ধ হয় সকলকে। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারানোর জন্য এক জোট হওয়ার 'গ্যারান্টি' দিয়েছিলেন বিরোধীরা। এদিন বিরোধী জোটের সেই 'গ্যারান্টি'কে কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তিনি বলেন, এখন একটা নতুন শব্দ শুনতে পাচ্ছি গ্যারান্টি। কিন্তু বিরোধীদের গ্যারান্টি শুধু দুর্নীতিতেই। কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির গ্যারান্টি দিতে পারেন তাঁরা। মোদী আরও বলেন, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন তিনি। বিদেশ সফর থেকে ফিরেই এদিন ভোপালের জনসভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই বিরোধী জোটকে আক্রমণ করেন তিনি।

মঙ্গলবার ভোপালে একটি জনসভায় যোগ দেন নরেন্দ্র মোদি। সেখান থেকেই বিরোধীদের আক্রমণ করেন তিনি। বিশেষত মোদির নিশানায় ছিল পাটনার বৈঠক।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'দিন কয়েক আগে বিরোধীদের বৈঠকের ছবি বেরিয়েছে। সেই ছবি দেখলে আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন সেখানে প্রত্যেকে মিলিয়ে ২০ লাখ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। কংগ্রেস একাই তো লাখ লাখ কোটি টাকার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত।'

এরপরই মোদি বলেন, 'এই দলগুলির শুধুমাত্র দুর্নীতির অভিজ্ঞতা আছে। তাদের একমাত্র গ্যারেন্টি আছে দুর্নীতিতে। দেশ এই গ্যারেন্টি গ্রহণ করবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু এখানে মোদীর একটা গ্যারেন্টি আছে। সেটা হল প্রতিটি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'কিছু লোক আছেন, যাঁরা শুধু তাঁদের দলের জন্যই টিকে আছেন। তাঁরা কেবল দলের উপকার করতে চান, কারণ তাঁরা দুর্নীতির কমিশন পান। তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করতে চান না বললেই এই পথ বেছে নিয়েছেন।'

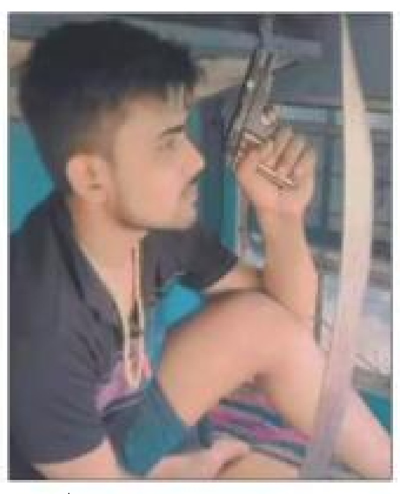
এবার দিওয়ালি নিউ ইয়র্কেও

আলবানী, ২৭ জুন-- শুধু ভারত নয়, দিওয়ালির ছুটি মঞ্জুর এবার নিউইয়র্কেও। এখানেও দীপাবলীর ছুটি পাবেন স্কুল পড়ুয়ারা। নিউইয়র্কে বসবাসকারী ভারতীয়দের সেই সুযোগ দিতে



চলেছেন মেয়র। আগে স্কুল ছুটি না থাকলেও দিওয়ালির আনন্দে মেতে উঠতেন সে শহরের ছাত্রছাত্রীরা। তবে এবার গোটা দিন ধরেই দীপাবলীর আনন্দে অংশ নিতে পারবেন তারা। এমনটাই জানালেন নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস। টুইটারে মেয়র জানান, 'অনেক আগে হলেও সবাইকে শুভ দীপাবলীর শুভেচ্ছা।' সাংসদ সদস্যা জেনিফার রাজকুমারের সঙ্গে বহুদিন ধরেই এই দিওয়ালি ছুটি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছিল। তবে শেষমেশ এ বিষয়ে জেনিফারের পাশে দাঁড়াতে।

এনকাউন্টারে ঝাঁঝরা ১ লাখি গ্যাংস্টার গুফরান



লখনউ, ২৭ জুন-- আরও এক কুখ্যাত গ্যাংস্টারের নিধন হল যোগী রাজ্যে। উত্তরপ্রদেশের পুলিশের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় থাকা কুখ্যাত গ্যাংস্টার অনিল দুজানার পরে এবার কৌসাম্বিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হল গ্যাংস্টার গুফরানকে। জানা গেছে, উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড় ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে রাজত্ব করত এই গুফরান। খুন, জখম, ডাকাতি, অপহরণ, তোলাবাজি কিছুই বাদ ছিল না। কম করেও ১৩টি খুনের মামলা চলছিল তার বিরুদ্ধে। তাছাড়া অপহরণ, তোলাবাজির মামলা তো ছিলই। পুলিশ হন্যে হয়ে গুফরানের ডেরার খোঁজ করছিল। গ্যাংস্টার গুফরানের মাথার দাম উঠেছিল ১ লাখ টাকা।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাত সকালেই কৌসাম্বির গোপন ডেরায় অভিযান চালায় পুলিশ। পরপর গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় গ্যাংস্টারকে।

গত কয়েক মাসের মধ্যেই একাধিক গ্যাংস্টার খতম হয়েছে যোগী রাজ্যে। মাফিয়া আতিক, তার ছেলে আসাদ ও আতিকের ভাই আশরাফ। এর মধ্যেই দিল্লির তিহাড় জেলের ভেতরেই মৃত্যু হয়েছে কুখ্যাত গ্যাংস্টার টিল্লু তাজপুরিয়ার। সূত্র মারফৎ জানা গেছে,যোগী আদিত্যনাথ সরকারের আমলে গত ছ'বছরে, ১০,৭১৩ 'এনকাউন্টার' হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। যাতে ১৮৫ জন অভিযুক্ত নিহত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের এনকাউন্টারে যারা নিহত হয়ছে, তারা সকলেই গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। বেশিরভাগই কুখ্যাত গ্যাংস্টার বা দলের সদস্য। হিসাব বলছে, গত ছ'বছরে উত্তরপ্রদেশে গড়ে ১৩ দিনে অন্তত এক জন করে অভিযুক্ত নিহত হয়েছে

কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মৃত্যু দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর

ভদোদরা, ২৭ জুন-- ডাক্তারির প্রবেশিকা নিট-এ পাশ করে চিকিৎসক হওয়ার প্রস্তুতিও নিচ্ছিল ১৭ বছরের তানিশা। কিন্তু সেই স্বপ্ন চোখেই নিয়েই অকালে মৃত্যুর মুখে ঢকে পড়ল সে। কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে প্রাণ গেল ১৭ বছরের সেই ছাত্রীর। গুজরাতের নভসারির এবি স্কুলে এই ঘটনা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ছাত্রীর নাম তানিশা গান্ধি। দু'বছর আগে কোভিডে মাকে হারিয়েছে সে। সোমবার স্কুলে টিফিনের বিরতিতে বন্ধুদের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল তানিশা। তখনই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ঘামতে থাকে তানিশা। সঙ্গে সঙ্গে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যান স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসকেরা মনে করছেন, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মৃত্যু হয়েছে কিশোরীর। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত হতে পারবেন বলে জানিয়েছেন।

এবি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অম্রুত ছাত্রোলা জানিয়েছেন, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আচমকা অসুস্থবোধ করে তানিশা। সহপাঠীরাই স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানায়। অমরুত বলেন, 'স্কুলের গাড়িতেই ওকে পাশের হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। তাঁরা জানান, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।' স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এই ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তানিশা চিকিৎসক হতে চাইত। নিটের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। দু'বছর আগে মাকে কোভিডে হারিয়েছিল সে। বাবার সঙ্গে থাকত। বাবা পদার্থবিদ্যার শিক্ষক।

যোগীরাজ্যে 'অপারেশন কনভিকশন' আনল পুলিশ

লখনউ, ২৭ জুন-- ভারতের সংবিধানে আছে হাজার দোষী ছাড়া পাক কিন্তু একজন নির্দোষ যেন সাজা না পায়। সেই কারণে দীর্ঘসূত্রিতা ভারতীয় বিচারব্যবস্থার অন্যতম অংশ। মামলা দায়ের হলেও সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর ন্যায়বিচার পেতে পেতে বছর কম, যুগ কেটে যায়। এই পরিস্থিতে, শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন, গোহত্যা, ধর্মান্তকরণ, ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় দ্রুত সুবিচার করার লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ নিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।নয়া এই উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন কনভিকশন'। এর অধীনে অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতারি, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ, পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিক তদন্ত, আদালতে মামলাগুলির সঠিক পরিবেশনা ইত্যাদি নিশ্চিত করবে পুলিশ, যার ফলে যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে



অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া যায়।

একটি অফিসিয়াল বিবৃতিতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে, প্রতিটি কমিশনারেট/জেলাকে যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইনের অধীনে নথিভুক্ত করা মামলাগুলি ছাড়াও 'অপারেশন কনভিকশন' এর অধীনে ২০টি মামলা চিহ্নিত করতে হবে। এছাড়া যেসব অপরাধগুলো চিহ্নিত করা গেছে ইতিমধ্যেই, সেগুলির ক্ষেত্রে সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট জমাদিতে হবে পুলিশকে।

পুলিশের পক্ষ থেকে হিন্দিতে করা একটি টুইটে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী যোগে আদিত্যনাথের নির্দেশে অপরাধীদের প্রতি 'জিরো টলারেন্স নীতি' নেওয়া হয়েছে, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের শাস্তি সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন কর্ম-প্রক্রিয়া চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার নাম অপারেশন কনভিকশন। চিহ্নিত হওয়া মামলাগুলির বিচারের জন্য পুলিশের সদর দফতর পর্যায়ে ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হবে, যেখানে প্রতি সপ্তাহে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে, এবং উর্ধ্বতন আধিকারিকরা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন, জানিয়েছে পুলিশ।

৫ ডাকাতকে ধরতে ১৬০০ জনকে হেফাজতে নিল দিল্লি পুলিশ



দিল্লি, ২৭ জুন-- দিল্লির প্রকাশ্য রাস্তায় মাত্র ১২ সেকেন্ডে ফিল্মি কায়দায় অপরেশন চালায় দুষ্কৃতীদের দল। ওই ঘটনার সিসি ফুটেজ ভাইরাল হয়। এবার ওই ৫ ডাকাতকে খুঁজে পেতে এক-দুই নয় ১,৬০০ জনকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ । বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২০০০টি গাড়ি। কিন্তু তাতেও ধরা পড়েনি আসল অপরাধীরা।

রোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে। দিল্লি থেকে নয়ডার সংযোগকারী প্রগতি ময়দান টানেলে ঢুকেছিল এক ডেলিভারি এজেন্ট ও তাঁর সহকারীর এক গাড়ি। ব্যাগ ভরতি ২ লক্ষ টাকা গুরুগ্রামে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল তাঁদের। সেই কারণেই দিল্লি থেকে রওনা দিয়েছিলেন। টানেলে ঢোকার খানিকক্ষণের মধ্যেই ডাকাতির ঘটনা। টানেলে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দেখা গিয়েছে, বেশ কিছুক্ষণ ধরেই গাড়িটিকে নজরে রেখেছিল চার বাইক আরোহী। দু'টি বাইকে চেপে গাড়ির পিছু নেয় তারা। টানেলের মধ্যে খানিকটা যাওয়ার পরেই গতি বাড়িয়ে গাড়িটিকে ওভারটেক করে বাইকগুলি। সঙ্গে সঙ্গেই বাইক থেকে নেমে গাড়ির আরোহীরদের দিকে বন্দুক তাক করে এক ব্যক্তি। সেই সময়েই গাড়ির ভিতর থেকে টাকার ব্যাগ হাতিয়ে পালিয়ে যায় চার বাইক আরোহী। এই ঘটনার তদন্তে নেমেই ১,৬০০ জনকে হেফাজতে নিয়েছে দিল্লি পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২০০০টি গাড়ি।

বাংলায় আসন রফার ক্ষেত্রে রাশ থাকবে তৃণমূলের হাতেই, শিমলা বৈঠকের আগে স্পষ্ট করল তৃণমূল

শিমলা, ২৭ জুন-- বিজেপিকে হটাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোটের অঙ্ক সম্প্রতি সর্বদলীয় বৈঠকে স্পষ্ট করেছেন নেত্রী। এরপর শিমলায় বিজেপি বিরোধী দলগুলি ফের বৈঠকের সম্ভাবনা ১২ জুলাই। এই বৈঠকের আগেই কংগ্রেসের উপর 'চাপ' সৃষ্টি করল তৃণমূল। বিজেপিকে হারাতে যে দল যেখানে 'শক্তিশালী', সেখানে তাকে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জায়গা ছেড়ে দিতে হবে এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত অর্থ হল , বাংলায় আসনরফা বা জোটের ক্ষেত্রে শেষ কথা বলবে তৃণমূলই। লোকসভা-বিধানসভায় প্রাপ্ত আসনের পরিসংখ্যান দিয়ে তৃণমূলের ইঙ্গিত, জাতীয় রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গে আধিপত্য করবে তৃণমূলই।

গত দু'টি বিধানসভা ভোটে তৃণমূল বাংলায় একাই লড়েছে এবং মমতার নেতৃত্বে আসনসংখ্যা বেড়েছে। স্বভাবতই মমতা চাইবেন না, তৃণমূলের সেই 'আধিপত্য' খর্ব হোক। দলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বলেন , 'পশ্চিমবাংলায় সিপিএমের কোনও আসন নেই। গত লোকসভায় কংগ্রেসের মাত্র দু'টো আসন ছিল। সেই সব মনে রেখে আসনভাগ হবে। আমরাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সারা ভারতবর্ষে 'একের বিরুদ্ধে এক' লড়াইয়রে ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেব।'

গত শুক্রবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ডাকে পাটনায় বিরোধী নেতাদের বৈঠকে বিজেপির বিরুদ্ধে একজোটে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত হয়। সেখানেই ঠিক হয়, জোটের পরের বৈঠকটি হবে কংগ্রেস শাসিত শিমলায়। বিরোধী দলগুলির বৈঠকে তৃণমূল ছাড়াও ১৪টি রাজনৈতিক দলের শীর্ষনেতৃত্বরা অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই কার্যত মমতার সুরে সায় দিয়েছেন বলে দাবি করেন সৌগত। রবিবার তৃণমূলের এক সভায় তিনি বলেন, ''১৪টা দল একবাক্যে বলল, মোদিকে সরাতে চাই। এটা একটা বড় প্রাপ্তি। এর মধ্যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় অবদান আছে। উনি বলেছেন, অতীতে কী হয়েছে সব ভুলে যান। বিজেপিকে সরতে হবে। কারণ, ওদের পায়ের



তলার মাটি সরে যাচ্ছে। আমরা চাই 'ওয়ান ইজ টু ওয়ান' হোক।'

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে এ রাজ্যে কংগ্রেস-তৃণমূলের সমঝোতা হয়েছিল। সে সময় ঐক্যবদ্ধ ভাবে সিপিএমের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সনিয়া গান্ধীর দলকে ১৪টি আসন ছেড়েছিলেন মমতা। এসইউসিকে ছেড়েছিলেন একটি। বর্তমানে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমূল বদলে গছে। প্রধান বিরোধী দল হিসাবে উঠে এসেছে বিজেপি। অন্য দিকে, ২০১১-র বিধানসভা ভোট পর্যন্ত মমতার সহযোগী কংগ্রেস গত দু'টি বিধানসভা ভোটে সিপিএম তথা বামেদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়েছে।

শনিবার পটনায় মমতা বলেছিলেন 'আমরা একজোট। আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করব।' তবে সুনির্দিষ্ট ভাবে বিরোধী দলগুলির আসন সমঝোতা নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও কথা বলেননি। আগামী লোকসভা ভোটে 'একের বিরুদ্ধে এক' প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে মমতার পাশাপাশি সওয়াল করেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও। বৈঠকের পরে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে মমতার ঠিক আগে তিনি বলেন, 'আমাদের মধ্যে ছোটখাটো মতপার্থক্য হবে। কিন্তু আমাদের নমনীয় হয়ে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কারণ, আমরা একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

ঘটনাচক্রে, পাটনার বৈঠকে যে দলগুলির নেতারা হাজির ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজের নিজের রাজ্যে কংগ্রেসের সহযোগী। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের আরজেডি সেই তালিকায়। রয়েছে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের জেএমএম, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের ডিএমকে।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে লোকসভা ভোটে আসন সমঝোতার ক্ষেত্র প্রস্তুত রয়েছে বলেই অনেকে মনে করছেন। কিন্তু তৃণমূলের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালের আম আদমি পার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও বোঝাপড়া নেই। সে দিকে লক্ষ্য রেখেই তৃণমূল শিমলা বৈঠকের আগে কৌশলে 'চাপ' বাড়াল কংগ্রেসের উপর ।

প্রতিবাদেই আমাদের আক্রমণ, বার্তা ওয়াগনার প্রধানের

মস্কো, ২৭ জুন-- রুশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, প্রতিবাদ দেখাতেই পথে নেমেছিল ওয়াগনার বাহিনী। সোমবার নিজের গোপন ডেরা থেকে এক অডিও বার্তায় এমনটাই দাবি করেছেন রুশ 'ওলিগার্ক' ইয়েভগেনি প্রিগোজিন।

বিশ্বে আলোড়ন তৈরি করে গত শনিবার আচমকাই মস্কোর দিকে রওনা দেয় ওয়াগনার যোদ্ধারা। বাহিনীর প্রধান প্রিগোজিন হুঙ্কার দেন, 'আমাদের পথে যে আসবে ধ্বংস হয়ে যাবে।' তবে, পুতিনের চাপের মুখে কয়েক ঘণ্টা পরেই রণে ভঙ্গ দেন তিনি। সোমবার এক অডিও বার্তায় প্রিগোজিন বলেন, 'রুশ ভাই-বোনেদের রক্ত ঝরার আশঙ্কা এড়াতেই আমরা মস্কোর রাজপথে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করেছিলাম।'

তবে রুশ সেনা বা তাদের সহযোগীরা আক্রমণ করে ওয়াগনার যোদ্ধাদের প্রত্যাঘাত করতে অডিও বার্তায় নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিকে, শান্তির বার্তা দিলেও তিনি কোথায় আছেন তা জানাননি প্রিগোজিন। পুতিন প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর কী চুক্তি হয়েছে সেই বিষয়েও খোলসা করে কিছুই বলেননি ওয়াগনার প্রধান। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, রক্তপাত এড়ানোর জন্য ওয়াগনার যোদ্ধাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। চাইলে রুশ সেনায় শামিল হতে পারে ওয়াগনাররা বলেও জানিয়েছেন রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু। শুধু তাই নয়, সিরিয়া, মালি-সহ অন্যান্য দেশে ওয়াগনার আগের মতোই কাজ করবে।উল্লেখ্য, ওয়াগনার বিদ্রোহে পুতিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে



ধোঁয়াশা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। প্রিগোজিন কী করবেন সেদিকে চোখ ওয়াকিবহাল মহলের। তবে আপাতত বলাই যায়, প্রিগোজিন তাঁর বাহিনীকে রোস্তভ-অন-ডন থেকে সরিয়ে বেলারুশে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রিগোজিনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা শুরু করেছিল পুতিন সরকার। তবে পরে তা তুলে নেওয়া হয় বলে খবর। সেই 'ডিল' মেনেই পিছু হটতে রাজি হন ২৫ হাজার ভাড়াটে সেনার প্রধান। পরে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেস্কভ জানিয়ে দেন, তাঁরাও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোনও রকম পদক্ষেপ করবেন না।

১০ হাজার কোটি লগ্নি লুলু গ্রুপের

দিল্লি, ২৭ জুন-- ভারতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ১০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ করতে চলেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সংস্থা লুলু গ্রুপ । দেশের নানা প্রান্তে শপিং মল খুলতে চলেছে তারা। তার ফলে অন্তত ৫০ হাজার নিয়োগ হবে বলেই আশাবাদী আরবের সংস্থাটি।

হায়দরাবাদে ডেস্টিনেশন মল তৈরি থেকে শুরু করে একাধিক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে সংস্থার তরফে।সোমবার হায়দরাবাদে এই বিশাল লগ্নির কথা ঘোষণা করেন লুলু গ্রুপের চেয়ারপার্সন এমএ ইউসুফ আলি। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যেই আমরা ২০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ করেছি ভারতের নানা প্রান্তে। শপিং মল, হোটেলের মতো একাধিক ক্ষেত্রে অন্তত ২২ হাজার ভারতীয় কর্মরত আছেন। আগামী দিনে এই সংখ্যাটা আরও বাড়াতে চাই আমরা।'

ইতিমধ্যেই দেশের পাঁচ শহরে শপিং মল খুলেছে লুলু গ্রুপ। এবার নতুন শহরে যাত্রা শুরু করতে চলেছে আরবের সংস্থা। তুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, শুধুমাত্র

৫০ হাজার মানুষ চাকরির সুযোগ পাবেন

তেলেঙ্গানাতেই সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে লুলু গ্রুপ। আগামী আগস্ট মাসেই হায়দরাবাদে নয়া লুলু মলের উদ্বোধন হবে। ৫ লক্ষ স্কোয়্যার ফিট এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই মলের মালিকানা বদলের পরে নতুন করে সাজিয়ে তুলেছে লুলু গ্রুপ। এই শহরেই ডেস্টিনেশন মল তৈরিরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরবি সংস্থাটি।

শপিং মল তৈরির পাশাপাশি কৃষি হাব তৈরি করতেও বেশ উৎসাহী লুলু গ্রুপ। আপাতত তেলেঙ্গানার স্থানীয় দ্রব্যকে রপ্তানি করার জন্য হাব গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এই হাব তৈরি হলে উপকৃত হবেন মৎস্যজীবীরাও। আগামী পাঁচ বছরে ১০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত ইউসুফ আলি। তিনি বলেন, 'আগামী দিনে আহমেদাবাদ, চেন্নাই , নয়ডায় একাধিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চাই আমরা। তার জন্য ৫০ হাজার মানুষ চাকরির সুযোগ পাবেন।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইউসুফ বলেছেন, প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য বিনিয়োগের নিয়ম অনেক সরল করে দেওয়া হয়েছে। তাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়েছে।

৪০ টাকার টম্যাটো এক লাফে ১০০ টাকা

দিল্লি, ২৭ জুন-- এক সপ্তাহ আগেও ৪০ থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে, মঙ্গলবার বাজারে সেই টম্যাটোরই দাম ছুঁয়ে ফেলেছে ১০০ টাকা কেজি। শুধু বঙ্গ নয়, রাজ্যের বাইরেও দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, কর্নাটক, তেলঙ্গানা-সহ একাধিক রাজ্যে টম্যাটো কেজিপ্রতি বিকোচ্ছে ১০০ টাকায়। দাম আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা বাজার বিশেষজ্ঞদের।

টম্যাটোর বিপুল দামবৃদ্ধির কারণ খুঁজতে গিয়ে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কথা তুলে ধরছেন বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ। তাঁদের মতে, চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় না থাকার কারণে দামের এমন উত্তুঙ্গ লাফ। আগামিদিনে পরিস্থিতির বদল না হলে দাম আরও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা তাঁদের।

বাংলায় বাজার সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের প্রধান রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, 'এ বার প্রবল গরমের কারণে রাজ্যে টম্যাটোর ফলন কম হয়েছে। বহু টম্যাটো মাঠেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার উপর আমাদের রাজ্যে রাঁচী থেকেও প্রচুর টম্যাটো আসে। সেখানেও গরমের কারণে টম্যাটো কম হয়েছে। এই জোড়া কারণেই রাজ্যের পাইকারি বাজারে টম্যাটোর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।' রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে টম্যাটো ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। তবে আগামী ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে দাম সাধারণ মানুষের আয়ত্বের মধ্যে চলে আসবে বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। একই অবস্থা দেশের অন্যত্রও।

এক বাজার বিশেষজ্ঞ বলছেন, 'দক্ষিণের রাজ্যগুলি যেমন, কর্নাটক বা তেলঙ্গানায় গত কয়েক দিনে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ি এলাকাতেও বৃষ্টি বেড়েছে। এর ফলে মাঠেই প্রচুর টম্যাটো নষ্ট হয়েছে। সে জন্য বাজারে টম্যাটোর দাম



উর্ধ্বমুখী। তবে এর নেপথ্যে আরও কিছু কারণ থাকতে পারে।''

কৃষকদের একটি অংশ আবার দায় চাপাচ্ছেন আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার উপর। তাঁদের দাবি, বিগত বেশ কয়েক দিন ধরে ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে তাপপ্রবাহ চলেছে। তার ফলে কৃষির ক্ষতি হয়েছে মারাত্মক। অনেক জায়গাতেই জলের অভাবে মাঠেই শুকিয়ে গিয়েছে ফসল। টম্যোটোর ক্ষেত্রেও তেমনই হয়েছে। তাই দাম ক্রমশ বাড়ছে।

কৃষক সংগঠনগুলির একটি অংশের দাবি, প্রথমে ব্যাপক গরম, তার পর অবিরাম বৃষ্টি। এই দুয়ের জেরে মাঠের ফসল ঘরে তুলতে সমস্যায় পড়েছেন কৃষকরা। তার জেরে সামগ্রিক টম্যাটো ফলনের পরিমাণ এক ধাক্কায় অনেকটা কমে গিয়েছে। তারই ফল ভুগছেন ক্রেতারা। এর পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের যে অংশে ঢেলে টম্যাটো চাষ হয়, সেই অংশের বিরাট অংশের কৃষক টম্যাটোর বদলে বিনস চাষে মন দিয়েছেন। কারণ, বিগত কয়েক বছরের প্রবণতা বলছে, টম্যাটোর চেয়ে বিনস চাষে লাভ বহু গুণ বেশি। এতেও সামগ্রিক ফলন কমেছে অনেকটা।

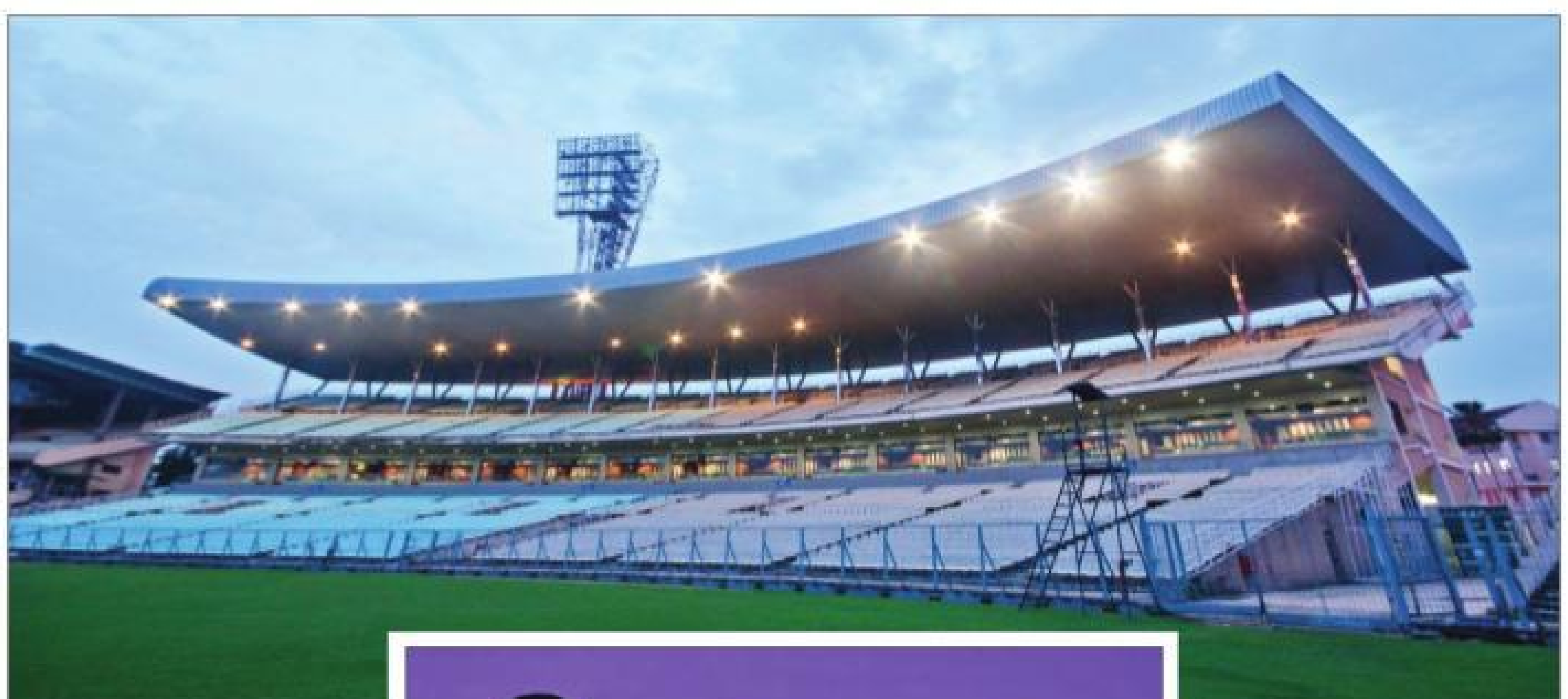
বাজার বিশেষজ্ঞ অজয় কেডিয়া সংবাদ সংস্থাকে বলেন, 'বিনস চাষে লাভ অনেক বেশি। তাই কৃষকেরা স্বভাবতই টম্যাটো ছেড়ে বিনস চাষে ঝুঁকছেন। এর ফলে মোট টম্যাটোর উৎপাদন কমেছে। কিন্তু বাজারে চাহিদা কমেনি। স্বভাবতই দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে লাফিয়ে। এমনই চললে আগামিদিনে দাম আরও বৃদ্ধি পাবে।'

মঙ্গলবার, উত্তরপ্রদেশে টম্যাটো বিক্রি হয়েছে ১০০ টাকা কেজি দরে। যে রাজ্যে গত সপ্তাহেও টম্যাটো বিকিয়েছে ৪০ থেকে ৫০ টাকা দামে। একই অবস্থা রাজধানী দিল্লিরও। সেখানেও টম্যাটোর দর ৮০ টাকা কেজি। বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদের মতো শহরেও টম্যাটো ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।



বিশ্বকাপ ক্রিকেটের একটি সেমিফাইনাল ইডেনে

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়াসূচি ঘোষণায় উন্মাদনা





নিজস্ব প্রতিনিধি— বাংলার সেরা উৎসব দুর্গাপুজোর ঠিক পরেই কলকাতার ইডেন উদ্যান মেতে উঠবে একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেট লড়াইয়ে। আগামী ৫ অক্টোবর থেকে বিশ্বকাপ শুরু হলেও কলকাতায় পাঁচটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আর এই ম্যাচগুলো শুরু হয়ে যাবে লক্ষ্মীপুজো থেকে একেবারে ভাইফোঁটা পর্যন্ত। আর নন্দনকানন ইডেনে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দু'টি করে ম্যাচ খেলবে। আর বাছাই পর্ব থেকে উঠে আসা দল ইডেনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। খেলাটা হবে ২৮ অক্টোবর। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের ম্যাচ রয়েছে ইডেন উদ্যানে ৩১ অক্টোবর। তবে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা প্রথম ম্যাচ খেলবে ইডেন উদ্যানে ৫ নভেম্বর। কঠিন প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে জোরদার লড়াই করবে ভারতীয় দল। গ্রুপ পর্বে ইডেনে শেষ ম্যাচ হবে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের সঙ্গে। ওইদিনই শেষ পয়ে যাবে গ্রুপ পর্যায়ের সব খেলা। অর্থাৎ খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে ইডেনে ১২ নভেম্বর। তবে কলকাতার ক্রিকেট ভক্তদের কাছে সবচেয়ে বড় সুখের বার্তা, ইডেন উদ্যানে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের একটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের সঙ্গে এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে কিনা, তা এখনও বলা সম্ভব নয়। ফাইনালের আগে সেমিফাইনালে এই ম্যাচটি হবে ১৬ নভেম্বর। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১১ সালে এই ইডেনের মাঠেই বিশ্বকাপ হলেও ভারতীয় দলের খেলা দেখতে পায়নি কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীরা। তাই এবারে স্বাভাবিকভাবে ক্রিকেট ভক্তদের চোখ থাকবে ইডেনের দিকে।

এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে মোট ১০টি দল খেলছে। সবারই চোখ ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচগুলোর উপরেই ভেসে থাকবে। দু'দেশের রাজনৈতিক পার্থক্যের কারণে এশিয়ান ও আইসিসি ছাড়া অন্য কোনও টুর্নামেন্টে সাধারণত এই দুই দেশকে দেখতে পাওয়া যায় না। এবারে এশিয়া কাপ ও একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেট হতে চলেছে। এশিয়া কাপের পরেই অক্টোবরে ভারতের মাটিতেই একদিনের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। হয়তো সেই কারণেই দু-দু'বার ভারত ও পাকিস্তানকে মুখোমুখি হতে দেখা যেতেও পারে। পাকিস্তান ও ভারতের ম্যাচটি রবিবার থাকায় ক্রিকেট দর্শকদের কাছে অবশ্যই উত্তেজনায় ঠাসা থাকবে। একদিনের বিশ্বকাপে এবারে ৪৬ দিনের মধ্যে মোট ৪৮টি ম্যাচ হবে। আগামী ১৫ অক্টোবর ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আর কলকাতা দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ। এবারের উদ্বোধনী মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। পাকিস্তান ৬ অক্টোবর মাঠে নামবে বাছাইপর্বের থেকে উঠে আসা দলের বিরুদ্ধে। সাউথ কোরিয়া ৭ অক্টোবর মুখোমুখি হবে বাছাই পর্ব থেকে উঠে আসা আরেকটি দলের সঙ্গে। ওই দিনই বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে আফগানিস্তানের সঙ্গে। ৫ অক্টোবর থেকে খেলা শুরু হলেও ভারত প্রথম ম্যাচ খেলবে ৮ অক্টোবর চেন্নাইতে পাঁচবারের বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারত অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি হয়। আর ওই খেলায় অস্ট্রেলিয়ার কাছে লজ্জার হার নিয়ে ভারতীয় দলকে। তাই এবারে একদিনের বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ভারত মধুর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। এদিকে বাছাইপর্বের টুর্নামেন্টের শেষে দু'টি দল এই বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবে। আর এই বাছাই পর্বের খেলা শেষ হবে ৯ জুলাই।

ভারত শেষবার অর্থাৎ ২০১১ সালে বিশ্বকাপ জিতেছিল। তারপরে ২০১৫ ও ২০১৯ সালে সেমিফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেও ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পায়নি। এখন প্রশ্ন, এবছর কি ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ রাখতে পারবে? অন্যদিকে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর ট্যুইট করে জানিয়েছেন, সবচেয়ে অবাক হতে হল, বিশ্বকাপ ক্রিকেটের একটা ম্যাচও কেরলের স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে না। সবারই জানা আছে, তিরুবনন্তপুরম ক্রিকেট স্টেডিয়াম ভারতের অন্যতম সেরা মাঠ হিসেবে চিহ্নিত। অথচ এখানে একটি ম্যাচও দেওয়া হল না কেন, এ প্রশ্ন থাকতেই পারে। এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কোনও ম্যাচ গুয়াহাটি এবং হায়দরাবাদও পায়নি। তবে গুয়াহাটি, তিরুবনন্তপুরম ও হায়দরাবাদে ২৯ থেকে ৩ অক্টোবরের মধ্যে ওয়ার্মআপ ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিসিসিআইয়ের মুখ্য নির্বাচক পদে এগিয়ে আগারকার



মুম্বই– তাহলে কি বিসিসিআইয়ের মুখ্য নির্বাচক পদে আসতে চলেছেন অজিত আগারকার। আগামী ৩০ জুনের মধ্যে মুখ্য নির্বাচক হিসাবে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই এই পদের জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। আসলে মুখ্য নির্বাচক চেতন শর্মা প্রবল চাপের কাছে নতিস্বীকার করে পদত্যাগ করেছিলেন। আসলে তিনি বোর্ডের গোপন তত্ত্ব ফাঁস করে দেন। এমনকি বিরাট কোহলিকে তিনি মিথ্যাবাদী আখ্যাও দিয়েছিলেন। পাশাপাশি খেলোয়াড়রা অ্যান্টি ডোপিং ইঞ্জেকশন ও ওষুধ খেয়ে নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে চেষ্টা করতেন। শেষ পর্যন্ত ওই পদে থাকবেন না বলে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে যান। যেহেতু চেতন শর্মা উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধি ছিলেন তাই ওই অঞ্চল থেকেই কারওর নাম নির্বাচন করা হবে। সেদিন থেকে যে নামগুলির কথা উঠে আসে তাঁদের মধ্যে আছেন যুবরাজ সিং, হরভজন সিং ও গৌতম গম্ভীর। এই তিন প্রাক্তন খেলোয়াড়ের অবসরের মেয়াদ তিন বছর হয়নি। নিয়ম অনুসারে কমপক্ষে ৫ বছর অবসর নিতে হবে তাহলেই ওই ক্রিকেটার মুখ্য নির্বাচক পদে আবেদন করতে পারেন। অজিত আগারকার প্রাক্তন ক্রিকেটার হিসাবে তাঁর নামটা বিবেচনার মধ্যেই রয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল থেকে সলিল আঙ্কোলা নামটা যদি আসে সেক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা হবে মুম্বইয়ের এই প্রতিনিধির। এই কারণেই অন্য অঞ্চল থেকে আসা ক্রিকেটারদের মধ্যে অজিত আগারকারের নামটাই বড় করে দেখা দিচ্ছে। তিনি ভারতীয় দলের হয়ে ২৬টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন এবং পেয়েছেন ৫৮টি উইকেট। আর একদিনের ম্যাচ খেলেছেন ১৯১টি আর উইকেট পেয়েছেন ২৮৮টি। গত বছরই চেতন শর্মা জাতীয় দলের নির্বাচক হবার আগে প্রথম পছন্দের তালিকায় অজিত আগারকারের নামটাই ছিল। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে নিজেকে সরিয়ে নেন।

একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে

বিরাট ও রোহিতরা সফল হবেন : সৌরভ গাঙ্গুলি



নিজস্ব প্রতিনিধি— একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ক্রীড়াসূচি ঘোষণা হতেই ভারতীয় দলকে নিয়ে আলোচনায় মুখর হয়েছেন কমবেশি প্রত্যেকেই। তার প্রধান কারণ, ভারতের মাটিতে এবারের এই বিশ্বকাপ অবশ্যই রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিদের কাছে মর্যাদার লড়াই। সেকারণেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি দুই অভিজ্ঞ ও সিনিয়র ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, এই দুই ক্রিকেটার অবসর নেওয়ার আগে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে বিশ্ব ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়ে। রোহিত ও কোহলির যে অভিজ্ঞতা এবং দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে বলা যেতেই পারে এই প্রতিযোগিতায় তাঁরা পুরো দলটাকে গাইড করবেন। পাশাপাশি নতুন এবং তরুণ ক্রিকেটারদের ভালো খেলার জন্য উৎসাহিত করবেন। সেই কারণেই বিরাট ও রোহিত অবশ্যই ভালো ব্যাট করবেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে রিকি পন্টিং, স্টিভ এবং ভারতের গৌতম গম্ভীর, যুবরাজ সিং ও মহেন্দ্র সিং ধোনি যেটা করেছেন, তার আবার প্রতফলন হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার খেলায়। আবার নতুন ছন্দে ফিরে এসেছেন সূর্যকুমার যাদব এবং যশপ্রীত বুমরা। তাঁদের উপরেও অনেককিছু নির্ভর করতে পারে বিশ্বকাপ জেতার ভারতের ভাগ্যকে।

আশা করব, বিরাট ও রোহিত এবারের খেলায় বড় ভূমিকা নেবেন। দু'জনের থেকে মোটিভেশন খুঁজবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। দেশের মাটিতে যেহেতু খেলা, দর্শকরাও ভারতীয় দলকে পূর্ণ সমর্থন করবেন। সেটাও কিন্তু দলের কাছে একটা প্লাস পয়েন্ট। দর্শকদের উৎসাহকে হাতিয়ার করে ক্রিকেটাররা ভালো পারফরম্যান্স করবেন, এটা বলতেই পারা যায়। ক্রিকেটাররা যদি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকেন, এবং মানসিক দিক দিয়ে এগিয়ে থাকতে পারেন, তাহলে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে কোনও সমস্যাই হবে না। তাই আমরা প্রত্যেকেই আশা করতে পারি, ৰচ বছর বাদে আবার ভারত একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে শিরোপা দখল করবে।

ফিফা ক্লাব কাপ এবারে সৌদি আরবে

জেদ্দা– এই প্রথমবার সৌদিআরব ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চলেছে। ২০২৩ সালে এই ফিফা ক্লাব কাপ শুরু হবে আগামী ডিসেম্বর মাসে ১২ তারিখ থেকে। আর চলবে ২২ তারিখ পর্যন্ত। ক্লাব কাপের সবকটা ম্যাচ হবে জেদ্দায়। সৌদি ফুটবল ফোডারেশনের সভাপতি ইয়াসের আল মিসেল বলেন, এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করবার জন্য ফিফা থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে ফুটবলের অগ্রগতিকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এখানকার ফুটবল সমর্থকরা দারুন ভাবে অনুপ্রাণিত হবে। গত ফিফা ক্লাব কাপ হয়েছিল মরক্কোতে। খেলা শেষ হয়েছিল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। ফাইনাল খেলায় স্প্যানিস ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ হারিয়ে দিয়েছিল সৌদিআরবের আল হিলাল ক্লাবকে। এই নিয়ে মোট ৫ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ৬টি মহাদেশে চ্যাম্পিয়ন সহ ৭টি দল অংশ নিয়ে থাকে। সৌদি আরব দীর্ঘদিন ধরেই মানবাধিকার ও বাক্ স্বাধীনতায় কণ্ঠরোধ করায় নানা বিতর্কে জড়িয়ে গিয়েছিল। তাই মধ্য প্রাচ্যের এই দেশটি খেলাধূলোর মাধ্যমে বিশ্বের সামনে ভাব মূর্তি উজ্জ্বল করতে চায়। শোনা যাচ্ছে এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ ব্যায় করবে সৌদিআরব।

প্রতিশ্রুতিমান জিমন্যাস্ট সাগ্নিক প্রয়াত



নিজস্ব প্রতিনিধি– প্রতিশ্রুতিমান বাংলার জিমন্যাস্ট সাগ্নিক বেরা হঠাৎই প্রয়াত হলেন সোমবার। ২৬ বছর বয়সী সাগ্নিকের হৃদযন্ত্রের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এবং চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অস্ত্রোপচার করতে হবে। সেই মতোই ২৬ বছর বয়সী বরানগরের দর্জি পাড়ার ছেলে সাগ্নিকের হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার হয়। অস্ত্রোপচার করার পরে ১০দিন তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। অচেতন অবস্থায় তিনি ছিলেন। সোমবার সাগ্নিক প্রায়াত এই খবর হাসপাতাল থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়। বাংলার হয়ে তিনি জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পদক জিতেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ২০১৯ সালে এয়ারফোর্সে চাকরি পেয়েছিলেন। তখন সাগ্নিক এয়ারফোর্সের হয়ে জাতীয় জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন। তখনও তিনি পদক পেয়েছেন। একদিন অনুশীলনের সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে মুম্বইয়ের একটি নেভি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে অস্ত্রোপচার করা হয় হৃদযন্ত্রে। শোনা গেছে ছোটবেলা থেকেই সাগ্নিকের কিছু সমস্যা ছিল হৃদযন্ত্রে। সাগ্নিকের প্রয়াত হবার খবর ছড়িয়ে পড়তে ক্রীড়া জগৎ সহ বরানগর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

জোড়া জয় দিয়ে এশিয়ান কবাডিতে অভিযান শুরু করল ভারতের খেলোয়াড়রা

বুসান– এশিয়ান কবাডি চ্যাম্পিয়ান শিপে পর পর দুটো ম্যাচ জয়লাভ করল ভারতীয় দল। গত বারের চ্যাম্পিয়ান ভারতীয় দল জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল। প্রথম ম্যাচে ভারত মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে। আর দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে হয় চাইনিস তাইপের বিরুদ্ধে। দুটো ম্যাচেই জিতে যাওয়ায় প্রথম দিনে ভারত শীর্ষ স্থানে পৌঁছে গেল। বুধবার ভারত কোর্টে নামবে জাপানের বিরুদ্ধে। আর বৃহস্পতিবার ভারতকে খেলতে হবে ২০০৩ সালে চ্যাম্পিয়ান ইরানের বিরুদ্ধে।

দক্ষিণ কোরিয়া এবারের এই প্রতিযোগিতার আয়োজক। আয়োজক দেশের বিরুদ্ধে প্রথম থেকে লড়াই শুরু করে ভারতের খেলোয়াড়রা। এদিন নবীন কুমারের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক ম্যাচে অভিষেক হল আসলাম ইমানদারের। তিনি সুপার দশ স্কোর করে ভারতীয় দলের জয়ের পথকে নিশ্চিত করে দেয়। প্রথমার্ধেই ভারত ৪০-৪ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা জিতেছে ভারতীয় দল ৭৬-১৩ পয়েন্টে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে। আবার দ্বিতীয় ম্যাচে চাইনিজ তাইপের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়রা দুরন্ত ভূমিকা পালন করতে থাকেন। এই ম্যাচে ভারত ৫৩-১৯ পয়েন্টে জয় ছিনিয়ে নেয়।





অল বেঙ্গল স্পোর্টস ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন ও ক্যারাটে অ্যাসেসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে ডাক পেয়েছেন রঞ্জিতা সিনহা। সম্প্রতি ১৩ রাজ্যের মধ্যে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় বাংলার রঞ্জিতা দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। রঞ্জিতা ৫৫ কেজি সিনিয়র ক্যাটেগরিতে অংশ নেবেন। সম্বর্ধনা দেওয়া হয় রঞ্জিতাকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বরূপ দে, কৌশিক দাস, সুজয় কুমার চন্দ সহ আরও অনেকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লিতে জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধিরা ৪টি সোনা, ৫টি রুপো ও ১৬টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।

দাবায় নিলাশ চ্যাম্পিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি– পুনেতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ফিডে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হল নিলাশ সাহা। ওই প্রতিযোগিতার র‍্যাপিডেও চ্যাম্পিয়ান হয়েছে নিলাশ। নিলাশের সাফল্যে বাংলার দাবা সংস্থা দারুন খুশি। সেই সূত্রেই নিলাশ সাহাকে সোস্যাল স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে কলকাতায় ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস ফ্লিম ফেসটিভ্যাল অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে নন্দন প্রেক্ষাগৃহে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। নিলাশের হাতে স্মারক তুলে দেন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব জহর দাস। এই মুহূর্তে বাংলায় প্রতিশ্রুতিময় দাবাড়ু হিসাবে নিলাশ সাহা সবার নজর কেড়েছে।

দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **মুদ্রক ও প্রকাশক : বিনীত গুপ্তা। সম্পাদক : শেখর সেনগুপ্ত। ম্যানেজিং এডিটর : আর্য রুদ্র।** Reg No. WBBEN/2004/13865.